CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 August, 2024 ■ আগরতলা ৩ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ১৮ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টানা বর্ষণে বিপর্যয়, ক্ষতি ফসল, বাড়িঘর রাস্তাঘাট, ফুঁসছে মুহুরী ও লাউগাং নদী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। গত দুইদিন ধরে ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ফলে, দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া মহকুমাতে মুহুরী ও লাওগাং নদীর ফুলে ফেঁপে রুদ্ররূপ নিচ্ছে। ভারী বর্ষণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষি জমি, বাড়িঘর এবং রাস্তাঘাট। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিকেল চারটা পর্যন্ত সর্বাধিক বৃষ্টিপাত বিলোনিয়ায় ২১৪ এমএম রেকর্ড করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ভারী বর্ষণে ৬টি ঘর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। সাথে তিনি যোগ করেন, ইতিমধ্যেই আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলা করতে প্রসাশন সব ধরণে প্রস্তুতি নিয়েছে। তাই জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে বিদ্যুৎ সংস্পর্শে এসে বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের পাশে দুটি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও বিলোনিয়া বিভিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে গাছ পড়ে রাস্তা আটকে গেছে। যদিও পি ডব্লিউ ডি আধিকারিক এবং ভলেন্টিয়ারদের সাহায্যে গাছ সরিয়ে রাস্তা আবার চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে শুক্রবার ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য তেলিয়ামুড়াতে একটি ঘর সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিনটি ঘর। করবুকে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছয়টি ঘর, বিচ্ছিন্নভাবে অল্প বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৬টি ঘর। সেখানেও গাছ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনগনকে আতঙ্কিত না হতে আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যপালের সম্মেলনের উদ্বোধন করে রাষ্ট্রপতি

মানুষের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির প্রচারেও রাজ্যপালের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

নয়াদিল্লি, ০২ আগষ্ট।। আজ নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজ্যপালদের সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু। এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে যা কেবল কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে না, সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির প্রচারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু বলেন, এই সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে সতর্কতার সাথে নির্বাচিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আমাদের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, এই সম্মেলনের আলোচনাগুলি অংশগ্রহণকারী সকলের কাছেই একটি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে এবং তাদের কাজকর্মে সহায়ক হয়ে উঠবে।

উদ্বোধনী অধিবেশনে উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ভাষণ দিয়েছেন। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় রাজ্যপালদের শপথের কথা উল্লেখ করেন এবং গত দশকে সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং অভূতপূর্ব উন্নয়ন সম্পর্কে জনগণকে সংবেদনশীল করার জন্য তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে একজন কার্যকর সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালনের জন্য রাজ্যপালদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং রাজ্যপালদের সাধারণ মানুষ ও নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে বলেছেন যাতে কম সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষদের বিষয়কে এই আলোচনায় যুক্ত করা যায়। তিনি বলেন, রাজ্যপাল পদটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যা সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকে রাজ্যের মানুষের কল্যাণে, বিশেষত আদিবাসী অঞ্চলগুলির প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দু'দিনের সম্মেলনে অনুষ্ঠিত আলোচনাগুলির রূপরেখা তুলে ধরেন এবং জনগণের মধ্যে আস্থা জাগাতে এবং উন্নয়নমূলক কাজে গতি আনতে প্রাণবন্ত গ্রাম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলি পরিদর্শন করার জন্য রাজ্যপালদের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলনের উদ্বোধন করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ফৌজদারি বিচার সম্পর্কিত তিনটি নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে বিচার ব্যবস্থার নতুন যুগের সূচনা হলো। ভারতীয় কোড অফ জাস্টিস, ইন্ডিয়ান সিভিল ডিফেন্স কোড এবং ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট এই আইনগুলির নাম থেকেই আমাদের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন স্পষ্ট।

রাষ্ট্রপতি বলেন, গণতন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে সমস্ত রাজ্যের মধ্যে আরও ভাল সমন্বয়ের সাথে কাজ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে এই সমন্বয়কে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, তা ভেবে দেখার পরামর্শ দেন রাজ্যপালদের। রাষ্ট্রপতি বলেন, মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওয়ানাডে ভূমিধসে মৃত্যু বেড়ে ৩০৮

ওয়ানাড, ২ আগস্ট (হি.স.)।। ভয়াবহ ভূমিধসে বিধ্বস্ত কেরলের ওয়ানাডে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৩০৮-এ পৌঁছেছে। শুক্রবার চতুর্থ দিনে পড়েছে উদ্ধারকাজ, উদ্ধারকাজ এখনও চলছে পুরোদমে। কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ জানিয়েছেন, ভূমিধসে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৩০৮-এ পৌঁছেছে। শুক্রবারও ওয়ানাডের ভূমিধসে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি গ্রাম মুণ্ডাক্কাই, চূড়ামালা এবং আট্টামালায় যৌথ তল্লাশি অভিযানে নেমেছে সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং নৌসেনা। কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে যৌথ বাহিনী। উদ্ধার অভিযানকে ত্রুটিমুক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে রাজ্যের জলপথ সম্পর্কিত বিষয়ে দাবি জানালেন বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। সংসদ অধিবেশনে ২০১৩-১৪ সালের পর থেকে এখনো পর্যন্ত সারা দেশে জাহাজ বা জলযানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের অগ্রগতি এবং নতুন কি পরিকল্পনা রয়েছে, এই মর্মে সংসদে কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়ালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ত্রিপুরা প্রসঙ্গে একাধিক দাবি উত্থাপন করেন তিনি। বাংলাদেশের দাউদকান্দি হয়ে সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর পর্যন্ত জলপথের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, সোনামুড়া ডাউকি এই প্রটোকল রুটটিকে উদয়পুর পর্যন্ত বাড়ানোর কাজে দ্রুততার বিষয়েও জোর দেন তিনি। তৎসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রকের সাথে আলোচনাক্রমে বাংলাদেশ অংশের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করারও দাবি জানান। সড়ক পথের তুলনায় জল পথে পণ্য পরিবহন করা গেলে, ব্যয় অনেকটাই কমানো যাবে। যার ফলে কমবে জিনিষ পত্রের দাম।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে এদিনের আলোচনায় গোমতী নদীর নাব্যতা বাড়ানো, চিহ্নিত স্থানে সিঁড়ি তৈরি, নদীর পার্শবর্তী পাড় সংরক্ষণ এবং বরাদ্দকৃত ভাসমান জে.টি গুলির নির্মাণ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে ২০২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এই মর্মে ২৪.৫২ কোটি টাকার বরাদ্দ আসে। নয়টি নতুন জে.টি নির্মাণ সহ হাওড়া নদী গর্বের খনন এবং সোনামুড়া দাউদকান্দি প্রটোকল রুট পর্যন্ত কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত কাজের দ্রুততাও আলোচনায় প্রধান্য পায়। এর একটা বড় অংশ বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ হাই কমিশনের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। উদয়পুর পর্যন্ত তা বর্ধিত হলে পণ্য পরিবহন এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে।

তবে নাব্যতা বাড়ানোর জন্য খনন কাজের ফলে উঠে আসা বালি ও মাটি পার্শবর্তী স্থানে ফেলার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও স্থানীয়দের আপত্তির ফলে, কাজে কিছুটা গতি কমে আসে ন সেই খনন করা মাটি বা বালি অনেকটা দূরে ফেলতে গেলে, প্রকল্পের বরাদ্দর তুলনায় খরচ অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে ন অন্যদিকে বাংলাদেশ অংশে কাজের নিম্নগতিও এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে বিলম্বের আরো একটি অন্যতম কারণ। যার দ্রুত নিরসনে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, এমনটাই জানা গেছে ন

উল্লেখ্য বিপ্লব কুমার দেব ২০১৮ সালের ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরেই, ভারী ও মাঝারি পণ্য পরিবহন খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের উপর অতর্কিত হামলা গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট ।।: পুলিশের উপর অতর্কিত হামলা এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

উল্লেখ্য, তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার গামাইবাড়ি এলাকায় গতকাল একটি বিএসএফের গাড়ির সঙ্গে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের এক বাইকের সংঘর্ষে যান দুর্ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে উভয়পক্ষ মিলিত ভাবে এটির মীমাংসাও করে নেয়। তৎসঙ্গে এই যান দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। ওই সময় স্কুটি নিয়ে যাচ্ছিলেন পার্থসারথী দেববর্মা এবং কমলেশ দেববর্মা নামের দুই মদ্যপ ব্যক্তি। সে সময় ওই দুই ব্যক্তি স্কুটি দাঁড় করিয়ে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কিল্লা ব্লকের অধিন ৪২টি স্কুল পরিদর্শন

কাজে গাফিলতি আইএস সহ ২৭ জন শিক্ষককে শোকজ নোটিশ দিল দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র পর্যবেক্ষণ করতে বিগত বেশ কিছু দিন ধরে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন।

এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে আজ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তথা সমগ্র শিক্ষা মিশনের স্টেট প্রোজেক্ট ডিরেক্টর এন সি শর্মার নেতৃত্বে শিক্ষা দপ্তরের ১১ সদস্যক অফিসারদের একটি প্রতিনিধি দল আলাদা আলাদা ভাবে গোমতী জেলার কিল্লা ব্লকের অধীনে থাকা বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলনেতার অভিযোগ

রাজ্যে ৬ বছর যাবৎ অপশাসন চলছে তারই পরিনাম গন্ডাছড়ার অনভিপ্রেত ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। ত্রিপুরায় গত ছয় বছর যাবৎ অপশাসন চলছে। তারই পরিণাম গন্ডছড়ার অনভিপ্রেত ঘটনা। ওই ঘটনায় ১৬৫টি পরিবার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু দু:খের বিষয় গন্ডাছড়ার বিধ্বস্ত এলাকা এবং শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে যাননি মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে গন্ডাছড়ার পরিস্থিতি নিয়ে এমনটাই অভিযোগ তুলে বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। সাথে তিনি যোগ করেন, বর্তমান রাজ্যে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছে। তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সরকারের নিকট একাধিক দাবি জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল গন্ডাছড়ার বিধ্বস্ত এলাকা এবং শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক রামু দাস, সুদীপ সরকার, নয়ণ সরকার, নরেশ জমাতিয়া, সুধন দাস সহ আরও নেতৃত্বরা। এদিন তাঁরা ২০ কার্ড, ৬-৭ কার্ড, ১২ কার্ড, দুর্গাপুর, পিছলিঘাটপর এম.আর.দাস. পাড়া, সরমা বাজার, গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের শরণার্থী শিবির সহ আরও একাধিক জায়গা। এদিন তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং নিহত পরমেশ্বর রিয়াং-এর পরিবারের সদস্যদের সাথে ও কথাবাতা বলেন। আজ গন্ডাছড়ার পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বাম নেতৃত্বরা।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, গত ৭ জুলাই পরমেশ্বর রিয়াং-এর ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা নয়। সে দূর্ঘটনার শিকার হয়েছে কিন্তু তারপর গন্ডাছড়াকে ধ্বংসস্তুপের পরিণত করা পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা। ত্রিপুরায় গত ছয় বছর যাবৎ অপশাসন চলছে। তারই পরিণাম গন্ডছড়ার অনভিপ্রেত ঘটনা।

তাঁর দাবি, পরিদর্শনকালে নিহত পরমেশ্বর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী দুদিন ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রাজ্যে

দুই জেলায় কমলা সর্তকতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। আগামী দুইদিন ত্রিপুরায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। এদিকে, গত টানা দুইদিন ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ভীষণ ছন্দপতন ঘটেছে। ফলে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মহুরী এবং লাওগাং নদীর জলস্তর বেড়েই চলছে। ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন এলাকার মানুষজন। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিকেল চারটা পর্যন্ত সর্বাধিক বৃষ্টিপাত দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া ২১৪ এমএম এবং সর্বনিম্ন ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে ১০ এমএম রেকর্ড করা হয়েছে।

এদিকে, আবহাওয়া দফতর থেকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে। আগামী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ ত্রিপুরা ও গোমতী ত্রিপুরার কিছু কিছু স্থানে কমলা সর্তকতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। তেমনি আগামী ২৪ ঘন্টায় সিপাহিজলা ,পশ্চিম ত্রিপুরা,খোয়াই এবং ধলাইয়ের কিছু কিছু স্থানে হলুদ সর্তকতা জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ দিনভর বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আজ দিনের সবোর্চ ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ বিকেল চারটা পর্যন্ত আগরতলায় ৭১.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বোধজংনগরে ৪৯ এমএম, ডিএম অফিসে ৮৭ এমএম, এডি নগর ৮৮ এমএম, লেম্বুছড়া ৬২.৮ এমএম, সচিবালয়ে ৫৭ এমএম, হাওরায় ৭৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ায় ১০৪ এমএম, বিশালগড়ে ৬০.৪ বিশ্রামগঞ্জে ৭৫ এমএম, গজারিয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক দুইটি অভিযানে অনুপ্রবেশ এবং গাঁজা পাচার রুখতে সমর্থ্য বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট ।। গোপন খবরের ভিত্তিতে ফের অনুপ্রবেশ রুখতে সক্ষম হলো বিএসএফ। টিলাবাজার বিওপি এলাকার কাঁটাতারের বেড়ার সামনে থেকে ১৫- ২০ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর গতিবেধি লক্ষ্য করে বিএসএফ জওয়ানরা। তাদের থামার জন্য বিএসএফ জওয়ানরা নির্দেশ দিলে অনুপ্রবেশকারীরা তা মানতে নারাজ। জোরপূর্বক সীমান্ত বেড়া অতিক্রম করার চেষ্টা করে তারা। তাদের রুখতে জওয়ানরা প্রথমে গ্রেনেড ছুঁড়ে, পরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রনয় গঠিত সম্পর্কের জেরে বিষপানে আত্মহত্যা ১৫ বছরের নাবালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। প্রণয় গঠিত সম্পর্কের জেরে আত্মহত্যা করল এক নাবালক। এমনই অভিযোগ তার পরিবারের সদস্যদের। মৃত নাবালকের নাম তুষার দেব (১৫)। বাড়ি ইন্দ্রনগর কলোনি এলাকায়। সে রাজধানীর প্রাচ্যভারতী বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সঙ্গীতা দেব(১৫) নামে এক নাবালিকার সঙ্গে ছয় - সাত মাস ধরে প্রণয় গঠিত সম্পর্ক ছিল তুষারের। কিছুদিন আগে সঙ্গীতা তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে তার জেঠ এবং অন্য আরেকজন মিলে তাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮ জন বাংলাদেশী নাগরিকসহ দুই ভারতীয় টাউট আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট ।। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে আটজন বাংলাদেশী নাগরিক সহ দুইজন ভারতীয় টাউটকে আটক করে জিআরপি। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রতিনিয়তই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ চলছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। দালালদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭০ ▫ সংখ্যা ২৯১ ▫ ৩ আগস্ট ২০২৪ ইং ▫ ১৮ শ্রাবণ ▫ শনিবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বারুদের স্তূপে মধ্যপ্রাচ্য !

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভারতের স্তুপে পরিণত হইয়াছে মধ্যপ্রাচ্য। যেকোনো সময় হিংসার দাবানলে জ্বলিয়া উঠিতে পারে মধ্যপ্রাচ্য। ওই দেশের মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাইতেছে। পরিস্থিতির সামাল দেওয়া রীতিমত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রভাব বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে পরিবার যথেষ্ট আশঙ্কার রহিয়াছে।

গাজায় হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধে আগে থেকেই উত্তপ্ত ছিল মধ্যপ্রাচ্য। হামলা পালটা হামলা সব কিছুই এখনও জারি। এর মাঝেই ইরানের তেহরানে খুন হইয়াছে হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহ। এতে তেড়েফুঁড়ে উঠিয়াছে ইসলামিক দেশটি। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিবার ঘোষণা করিয়াছে ইরান! ফলে কার্যত দাবানল হইয়া উঠিয়াছে মধ্যপ্রাচ্য। এই পরিস্থিতিতে আগামী ৮ আগস্ট পর্যন্ত দিল্লি থেকে তেল আভিভ পর্যন্ত সমস্ত উড়ান বাতিল করিল এয়ার ইন্ডিয়া। ইসমাইল হানিয়েহর হত্যার বদলা নিতে ইজরায়েলের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়াছেন ইরানের 'সর্বশক্তিমান' সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। ফলে যেকোনও সময় ইহুদি দেশটির উপর ভয়ংকর আঘাত হানিতে পারে তেহরান। এই আবহে শুক্রবার, ভারতীয় বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া বিবৃতি দিয়া জানায়, 'মধ্যপ্রাচ্যের কিছু অংশে চলমান পরিস্থিতির কারণে আমরা ৮ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত দিল্লি থেকে তেল আভিভ পর্যন্ত সমস্ত উড়ান অবিলম্বে স্থগিত করা হইয়াছে। তেল আভিভ থেকেও কোনও ফ্লাইট ভারতে আসিবে না। আমরা গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। তেল আভিভগামী বিমানের টিকিট বাতিল করিলে একবারের ক্যান্সেলেশন চার্জ মকুব করা হইবে। যাত্রী এবং ক্রুদের নিরাপত্তাই প্রধান বিষয় ।গত ৩০ জুলাই, মঙ্গলবার, ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গিয়াছিলেন প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান হানিয়েহ। এর কয়েক ঘণ্টা পরই খুন করা হয় তাঁহাকে। খামেনেই-সহ ইরানের শীর্ষ নেতাদের মতে, ইজরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদই হত্যা করিয়াছে হামাস প্রধানকে। তাহারই বদলা নিতে পেজেস্কিয়ান ও সেনাবাহিনীর শীর্ষ কমান্ডারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন খামেনেই। সেখানেই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণের নির্দেশ দিয়াছেন ইরানের সুপ্রিম লিডার। যদিও এই ঘটনার দায় স্বীকার করেনি ইজরায়েল। কিন্তু ইরান একবার হামলা শুরু করিলে মধ্যপ্রাচ্য আরও ভয়ংকর হইয়া উঠিবে। ফলে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়া সকলের নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া এই সিদ্ধান্ত নিয়াছে এয়ার ইন্ডিয়া। শুধু বিমান চলাচল বন্ধ রাখাটাই শেষ কথা নয়। মধ্যপ্রাচ্যের ভয়ংকর পরিণতি কি হইবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

শনিবার ৪০ বছরে পা দিচ্ছেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী শনিবার ৪০ বছরে পা দেবেন। তিনি গত ৬ জুন, ২০২৪ যুবভারতী স্টেডিয়ামে কুয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ খেলে অবসর নিয়েছেন। সেই ম্যাচই দেশের জার্সি গায়ে সুনীলের শেষ ম্যাচ ছিল।

২০০৫-এর ১২ জুন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে প্রথম ম্যাচ খেলেন সুনীল। সুনীলের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ছিল ২০০৭ নেহরু কাপ। গত প্রায় এক দশক ধরে সুনীল ভারতীয় ফুটবলের জন্য অনেক কিছুই করে গেছেন। ভারতের ফুটবলপ্রেমীদের মনের মনিকোঠায় তা আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তিনি অবসরে গেলেও ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা আজও তাকে খুঁজে বেড়ায়।

সুনীল ছেত্রী, ৩ আগস্ট, ১৯৮৪ সালে, ভারতের সেকেন্দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় ফুটবলের আইকন তিনি। ফুটবল খেলার শুরুর দিন থেকে জাতীয় দলে নেতৃত্ব দেওয়া, ছেত্রীর আবেগ এবং প্রতিভা তাকে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত করেছে। ভারতের জন্য সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার যেন একটি জাতিকে সুন্দর এই খেলাটি গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজছে কলকাতা, দক্ষিণবঙ্গে ঘাটতি কমলো অনেকটাহ

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি.স.): স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর ঘূর্ণাবর্তের উপস্থিতি ও মৌসুমী অক্ষরেখার অবস্থানের ফলে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের সাতটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এরপর শুক্রবার বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং পুরুলিয়ায়। ৩ আগস্ট থেকে অবশ্য দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির বিশেষ কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে আগামী ৫ আগস্ট পর্যন্ত। ৩ আগস্ট কোনও সতর্কতা না থাকলেও, ৪ ও ৫ আগস্ট উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পঙ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

হরিদ্বারে গঙ্গার জলস্তরে বৃদ্ধি, বৃষ্টিতে বেহাল অবস্থা দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে

দেহরাদূন, ২ আগস্ট (হি.স.): একনাগাড়ে মুষলধারে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দেবভূমি উত্তরাখণ্ড। হরিদ্বারে বিপদসীমার কাছে পৌঁছে গিয়েছে গঙ্গার জলস্তর। হরিদ্বারে গঙ্গার বিপদসীমা ২৯৪ মিটার, ইতিমধ্যেই ২৯৩.৩৫ মিটার ছাড়িয়েছে গঙ্গার জলস্তর। যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে পরিস্থিতি আরও বেগতিক হতে পারে। কেদারনাথ-সহ চারধাম যাত্রা পথেও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে। কেদারনাথ যাত্রা পথে আটকে পড়া পুণ্যার্থীদের উদ্ধারের কাজ চলছে পুরোদমে। উত্তরাখণ্ড এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চালান এবং মুনকাতিয়া এলাকা থেকে ৪৫০ জন পুণ্যার্থীকে নিরাপদে সোনপ্রয়াগে নিয়ে আসা হয়। এখনও পর্যন্ত ২,২০০ জনেরও বেশি পুণ্যার্থীকে উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবারও উদ্ধার অভিযান চলছে। দেহরাদূন ও হরিদ্বার-সহ উত্তরাখণ্ডের ৭টি জেলায় এখনও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূন, চম্পাওয়াত, হরিদ্বার, নৈনিতাল, পাউরি গাড়ওয়াল, তেহরি গাড়ওয়াল এবং উধম সিং নগর জেলায় ৩ আগস্ট পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রিয়েছে। এই জেলাগুলিতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায় এবারের কোটা আন্দোলন

এম এম আকাশ

সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কার দাবি যৌক্তিক করার জন্য বর্তমানে সারা দেশে বীরত্বপূর্ণ ছাত্র আন্দোলন চলে। এ আন্দোলন দ্রুত কল্পনাতীত গতিতে সাধারণের মধ্যে ব্যাপকতা অর্জন করে। ছাত্ররা এরই মধ্যে রাষ্ট্র ও তার পেটোয়া বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়ে অনেক আত্মত্যাগ ও সাহসী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বর্তমান সরকারের অপরিণামদর্শিতার জন্য আন্দোলনটি রক্তক্ষয়ী রূপ নেয় এবং অকুতোভয় আবু সাঈদ, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মাহমুদুল হাসান রিজভীসহ দুই শতাধিক প্রাণের বলিদান হয়। সব দিক থেকেই এ আন্দোলনে বিপুল শক্তি ও সক্ষমতা দেখিয়েছেন আসলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। তারাই এর নায়ক। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে শাসক দলের সন্ত্রাসীদের নিরস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিতাড়িত করেছেন, শাসক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকেও তারা ঐক্যবদ্ধ চাপের মাধ্যমে বাধ্য করেছেন হলে সুশাসনের প্রতিশ্রুতি দিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। অবশ্য রাষ্ট্র যখন সদলবলে বাহিনী নিয়ে হস্তক্ষেপ করেছে তখন তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন। হল ত্যাগ করে যার যার বাসায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সে সময় তাদের লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু এর পরও এ ধরনের নির্দলীয় শক্তিশালী অভূতপূর্ব ছাত্র আন্দোলন শাসক দল, বিরোধী দল, প্রগতিশীল শক্তি সবার জন্যই একটি অভিনব বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছে। সেটা হচ্ছে যে, কোনো ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানে শাসকদলীয় দুঃশাসন সেই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সদস্যরা বেশি দিন নিশ্চুপভাবে মেনে নেয় না। সব মিলিয়ে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের ছাত্রদের কোটা আন্দোলন ইতিহাসের একটি অনন্য শিক্ষণীয় অধ্যায় হিসেবে সব রাজনৈতিক নেতার মনে দুঃস্বপ্ন বা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের মতো চিরজাগরূক থাকবে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে সব নাগরিকের 'সুযোগের সমতা'। সমাজে সাম্য ও সমতা বিধান নিশ্চিত করাই প্রগতিশীলদের উদ্দেশ্য। ১৯৭২ সালে প্রণীত রাষ্ট্রীয় সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের দফা ৪-এ আছে: রাষ্ট্র সমাজে যারা অনগ্রসর তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা দিতে পারবে এবং সংবিধানের অন্য যেকোনো বিধান এক্ষেত্রে কোনো বাধা হতে পারবে না। ইতিবাচক স্বীকৃতির এ বিধান সভ্য অনেক দেশে চালু রয়েছে যাতে অনগ্রসর গোষ্ঠীর সদস্যরা বৈষম্যের বাধা দূর করে আর দশজন মানুষের মতো সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারে। রাষ্ট্র তাদের যদি বিশেষ সুবিধা দেয় তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি চালু করা হয়। এরপর একাধিক বার কোটা পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধন করা হয়। ১৯৯৭ সালে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার স্বজনদের জন্য দেয়া কোটা বৃদ্ধি করা হয়। কোটা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হোক বা উঠে যাক এ রকম কোনো আন্দোলন জাতীয়ভাবে বর্তমানে কেউই সমর্থন করেন না। কোটা ব্যবস্থা থাকতে পারে তবে তার ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। অর্থাৎ কোটা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা নয় বরং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে তাকে হালনাগাদ এবং সময়োপযোগী করা যেতে পারে। চলমান ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্যও তাই। প্রশ্ন হলো, কোটা আইন সংস্কার কেন চাই? ১৯৭২ সালে যখন কোটা পদ্ধতির আইনটি প্রণীত হয়েছিল তখন দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা যেমন ছিল এখন তা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কাজেই আগের কোটা পদ্ধতি অবিকলভাবে বহাল রাখার সুযোগ নেই। যখন মুক্তিযুদ্ধ হয় তখন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে একটি বড় অংশই ছিল তরুণ ও ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এমনকি স্কুলের ছাত্ররাও ক্ষেত্র বিশেষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তারা এবং অন্য যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তাদের অনেকেরই বাড়িঘর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরা পুড়িয়ে দেয়। লুটপাট চালায়। ফলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অনেকেই নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে তারা অর্থনৈতিকভাবে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন। এ অবস্থায় তাদের বিশেষ সুযোগ দিয়ে সমাজে টিকে থাকার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। পরবর্তী সময়ে সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের দেয়া কোটা সুবিধা বাড়ানো হয়। বর্তমানে হাইকোর্টের রায়ের পর সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্যদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা নির্ধারিত আছে। অন্যান্য অনগ্রসর কোটা মিলিয়ে সরকারি চাকরিতে বর্তমানে কোটা সুবিধার হার হচ্ছে ৫৬ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে মাত্র ৪৪ শতাংশ পদে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে। ৫৬ শতাংশের মধ্যে ৩০ শতাংশই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্ধারিত। স্বাধীনতা-পরবর্তী কয়েক বছর হয়তো মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা সুবিধা সংরক্ষিত রাখার প্রয়োজন ছিল। কারণ সেই সময় মুক্তিযোদ্ধারা সবেমাত্র যুদ্ধ করে ফিরেছেন। তাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল। অনেকেই শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে তাদের পক্ষে আর শিক্ষাঙ্গনে যোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। কারণ তাদের সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। সরকারি চাকরিতে যোগ দিতে পারাটা আত্মনির্ভর হওয়ার একটি উপায় বা কৌশল হিসেবে তখন গণ্য করা হচ্ছিল। সেই সময় সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করার যুক্তি ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা সরকারি চাকরিতে প্রবেশের মাধ্যমে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে সমর্থ হন। এখন তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদেরও আর অনগ্রসর বলা যাবে না। ৫৪ বছর পর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানের সন্তানদেরও কোটা সুবিধা পাওয়াটা নিয়ে তাই স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানে প্রশ্ন উঠেছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যে কোটা সুবিধা আছে তা কমানো যেতে পারে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, একজন মুক্তিযোদ্ধা হলেই তিনি সরকারি চাকরিতে কোটা সুবিধা পাবেনএটা হতে পারে না। দেখতে হবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাকে কোটা সুবিধা দেয়ার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে তিনি প্রকৃতই সুবিধাবঞ্চিত কিনা। কোটা সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে যাতে কোনো ধরনের দুর্নীতি না হয় তা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির মাধ্যমে কেউ যাতে কোটা সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। দেশে প্রায় পাঁচ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটধারী আছেন বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। এরা জাল সার্টিফিকেট গ্রহণ করে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন। এদের পোষ্যরা যাতে কোনোভাবেই কোটা সুবিধা পেতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, যারা মুক্তিযোদ্ধার জাল সার্টিফিকেট গ্রহণ করে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে চলেছেন তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।

আদিবাসীরা কোটা সুবিধা পেতে পারেন। কারণ তারা মূল ধারার জনগণ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেন। কাজেই তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারি চাকরিতে কোটা সুবিধা দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য, চাকরি বা কর্মসংস্থান ছাড়া সহজে দারিদ্র্য বিমোচন তাদের জন্যও সম্ভব নয়। কাউকে কিছু আর্থিক বৃত্তি সহায়তা করার চেয়ে একটি চাকরির ব্যবস্থা করা হলে তার বেশি উপকার হবে। প্রতিবন্ধীরা সরকারি চাকরিতে কোটা সুবিধা পেতে পারেন। কারণ তারা সমাজে অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় কর্মহীন রয়েছেন। নারীরাও কোটা সুবিধা পেতে পারেন। তবে আগে নারীরা সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে যে সুবিধাবঞ্চিত ছিলেন এখন তা নেই। নারীরা এখন পুরুষের পাশাপাশি সরকারি চাকরিতে দাপটের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। নারীরা এখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। সরকারি চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করছেন। কাজেই নারীদের কোটা আগের চেয়ে কমানো যেতে পারে। আমরা যদি উন্নত দেশ হতে চাই তাহলে আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থাকেও উন্নত করতে হবে। প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে উচ্চ শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ জনবলের সমাবেশ ঘটাতে হবে। কোটা সুবিধা তাদের জন্য প্রযোজ্য হয় যারা প্রাথমিক যোগ্যতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন। অর্থাৎ যারা পরীক্ষায় পাস করেছেন তাদের জন্য। যারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন কোটা সুবিধা তাদের কোনো উপকারে আসে না। কাজেই যোগ্যতার একটি ন্যূনতম মাপকাঠি তো আমরা ধরেই নিচ্ছি। তারপর আসে কোটার প্রশ্ন। হয়তো চাকরির আবেদনকারীর মধ্যে যিনি অধিক যোগ্য তিনি কোটার কারণে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় চাকরিটি পেলেন না। আর একজন তুলনামূলকভাবে কম যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কোটা সুবিধার কারণে চাকরিটা পেয়ে গেলেন। এক্ষেত্রে হয়তো আমরা মেরিট বা যোগ্যতাকে কম মূল্য দিলাম। তুলনামূলক কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী যদি চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ পান তাহলে প্রশাসনের জন্য তা কিছু না কিছু ক্ষতির কারণ হতে পারে। যারা সমাজে পশ্চাৎপদ হয়ে আছেন এটা তাদের ব্যক্তিগত কোনো দোষ নয়। কারণ সমাজ তাদের উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ দিতে পারেনি। তাই কোটার মাধ্যমে তাদের একটি সাময়িক সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। তাই বলে যেনতেনভাবে কোটা সুবিধার কারণে যদি অতিমাত্রায় অযোগ্য ব্যক্তি সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ পান সেটা কোনোভাবেই দেশের জন্য ভালো হবে না। কোটা সুবিধা থাকতে পারে। তবে এটাও বিবেচনায় রাখতে হবে কোটা সুবিধার কারণে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে মেধাশূন্য হয়ে না পড়ে। কত শতাংশ কোটা সুবিধা রাখলে তা দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। আদালতের হাতে এটা ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। বিশেষজ্ঞদের ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে গঠিত একটি টাস্কফোর্সকে এটা নির্ধারণের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

বিশ্বসেরা ১০ সুন্দরীর একজন হয়েছিলেন যে বাঙালি নারী

হাসান ইমাম

জন্ম বাঙালি পরিবারে হলেও পরবর্তী সময়ে তিনি হয়েছিলেন ভারতের রাজস্থানের জয়পুরের রাজমাতা। রাজপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর গণতান্ত্রিক ভারতে পরপর তিনবার সংসদ সদস্য হয়েছিলেন বিরোধী দল থেকে। জিতেছিলেন রেকর্ড ভোটের ব্যবধানে। বলছি রাজমাতা গায়ত্রী দেবীর কথা, যাঁর সৌন্দর্যে গোটা ভারতবর্ষ তো বটেই, মজেছিল ইউরোপ -আমেরিকাও। পঞ্চাশের দশকে বিখ্যাত 'ভোগ' সাময়িকীর বিচারে বিশ্বের সেরা ১০ সুন্দরীর একজন নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর অভিজাত শিফন শাড়ি, হীরার গয়না, ফরাসি পারফিউম আর স্টাইলিশ সানগ্লাস আজও আলোচনায় উঠে আসে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য গায়ত্রীর পারিবারিক বন্ধু ছিলেন যুক্তরাজ্যের প্রিন্স ফিলিপ (রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী)। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ও তাঁর স্ত্রী জ্যাকুলিন কেনেডির সঙ্গে ছিল দারুণ সখ্য। বিখ্যাত বাঙালি অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের পরিবারের সঙ্গেও আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন গায়ত্রী। ১৯১৯ সালে জন্ম নেওয়া এই গুণী নারী মারা যান ২০০৯ সালের ২৯ জুলাই। মৃত্যুদিনে জেনে নেওয়া যাক তাঁর নানা দিক।

ডানপিটে গায়ত্রী- ছোটবেলা থেকেই গায়ত্রী ছিলেন কিছুটা 'টমবয়' গোছের। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে ছিলেন চতুর্থ। বড় বোন ইলা দেবী, তারপর দুই ভাই জগদীপেন্দ্র নারায়ণ ও ইন্দ্রজিতেন্দ্র নারায়ণের জন্ম ভারতেই। তবে গায়ত্রী দেবীর জন্ম লন্ডনে, ১৯১৯ সালের ২৩ মে সকাল আটটায়। গায়ত্রীর মা ইন্দিরা দেবী অবশ্য মেয়ের জন্মের আগেই একটা নাম ঠিক করে রেখেছিলেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালে অন্তঃসত্ত্বা ইন্দিরা বিখ্যাত ইংরেজ লেখক হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের 'শি' উপন্যাসের একটি চরিত্রের নামের প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। উপন্যাসের নায়িকার নাম 'আয়েশা'। তাই তিনিও মনে মনে ঠিক করেন, মেয়ে হলে নাম রাখবেন আয়েশা। জন্মের পরপরই গায়ত্রী দেবীকে সবাই আয়েশা নামেই ডাকতেন। তবে কোষ্ঠি লেখার সময় 'গ' আদ্যাক্ষর শুভ বিবেচনায় তাঁর মূল নাম হয় গায়ত্রী দেবী, আর আয়েশা হয়ে পড়ে ডাকনাম। গায়ত্রী দেবীর আরও একটি নাম ছিলপ্রিন্সেস মে। সে সময় তাঁদের বাড়িতে থাকা ইংরেজ কর্মচারীদের গায়ত্রী ডাকতে অসুবিধা হওয়ায়, তারা নাম দিয়েছিলেন প্রিন্সেস মে। গায়ত্রীর 'মেনকা' নামে আরেকটি বোনের জন্ম হয় পরে।

বোনেরা যখন সাজগোজ নিয়ে ব্যস্ত, গায়ত্রী তখন বিলিয়ার্ড বোর্ডের কাছে চলে যেতেন। কোচবিহারের এই রাজকুমারী ছিলেন দক্ষ ক্রীড়াবিদ। পোলো খেলোয়াড় হিসেবে সুনাম ছিল বিদেশি রাজপরিবারগুলোর মধ্যেও। নিয়মিত টেনিস খেলতেন। তাদের টেনিস শেখানোর জন্য আলাদা কোচ রাখা হয়েছিল প্রাসাদে। ছোটবেলায় হাতির পিঠে চড়তে ভালোবাসতেন। মাহুতদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে গায়ত্রী হাতিকে বশে আনার কৌশলও শিখেছিলেন। এরপর শেখেন ঘোড়া চালানো। দক্ষ ঘোড়সওয়ার হিসেবে সুনাম ছিল। একটি কুকুর, দুটি চিতাবাঘের শাবক ও একটি বানর ছিল তাঁর পোষ্য।

গায়ত্রী একবার এক সাক্ষাৎকারে জানান, নিজের বন্দুক জমা দেওয়ার আগপর্যন্ত ১২টি বাঘ ও চিতাবাঘ শিকার করেছিলেন। ১২ বছর বয়সে গায়ত্রী দেবী প্রথম একটি চিতাবাঘ এক গুলিতেই মেরে ফেলেন, যা পরে টেলিগ্রাম করে দিল্লিতে থাকা তাঁর মাকে জানানো হয়। তবে পরে প্রাণীপ্রেমী হয়ে ওঠেন গায়ত্রী, বন্য পশু সংরক্ষণ সমিতির একজন হিসেবে কাজও করেন। সে সময় পশু শিকার যে ভুল ছিল, তা স্বীকারও করে নেন পরে। ভারতের এক স্টাইল আইকন লিপস্টিক ছিল গায়ত্রী দেবীর অন্যতম প্রিয় প্রসাধনসামগ্রীছবি: ভোগ ইন্ডিয়া থেকে গায়ত্রী দেবী ফ্যাশনসচেতন হয়ে উঠেছিলেন তাঁর মাকে দেখে। বিভিন্ন সময়ে তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে এসব জানা যায়। তাঁর জীবনীনির্ভর বই 'দ্য লাস্ট কুইন অব জয়পুর' লিখেছিলেন ধর্মেন্দর কানওয়ার। সে বইয়ে গায়ত্রী বলেন, 'আমার ফ্যাশন বোধ তৈরি হয়েছিল মায়ের কাছ থেকে। মা সে সময়ে বিশ্বের সেরা সব ব্র্যান্ড থেকে কেনাকাটা করতেন। যে কারণে নিজের মধ্যেও এ ধরনের একটি রুচি হয়তো গড়ে উঠেছিল।'

গায়ত্রীর মা ইন্দিরা দেবী কোচবিহারের রানি থাকাকালে কলকাতা ও দিল্লির বিশেষ দোকানগুলোয় নিজের স্টাইলমতো শাড়ি ও পোশাক বানিয়ে নিতেন। এই শাড়ি বা পোশাকগুলো নিজে কমপক্ষে এক বছর পরার পর দোকানগুলোকে সেসব বাজারে ছাড়ার অনুমতি দিতেন। ছোটবেলায় সাজগোজে খুব একটা মন না থাকলেও পরবর্তী সময়ে গায়ত্রী দেবীই হয়ে ওঠেন ভারতের অন্যতম ফ্যাশন আইকন। তাঁর স্টাইলটাই যেন রাজপরিবারগুলোর একধরনের ইউনিফর্ম হয়ে ওঠে।

গায়ত্রী দেবী ও তাঁর মা প্রথম ফ্রান্সের অভিজাত শিফন কাপড় দিয়ে শাড়ি তৈরি করে পরতে শুরু করেন। প্যারিসের একটি ফ্যাশন হাউসকে বলে বিশেষভাবে ৪৫ ইঞ্চি চওড়া শিফন শাড়ি বানিয়ে আনতেন গায়ত্রী। তাঁর শাড়ি বিশেষভাবে তৈরি হতো ফ্রান্সের লিওনের নির্দিষ্ট কিছু তাঁতে। তাঁর ওয়ার্ডরোবে দেখা মেলে প্রচুর প্যাস্টেল শেডের শিফন শাড়ির। শিফনের সঙ্গে মুক্তা ও হীরার গয়না এবং সানগ্লাস ছাড়া খুব কমই দেখা দিতেন। পঞ্চাশের দশকে 'ভোগের' বিচারে বিশ্বসেরা ১০ সুন্দরীর একজন নির্বাচিত হন গায়ত্রী।

কোচবিহারের রাজকুমারী থেকে জয়পুরের রাজমাতা ভারতের কোচবিহার রাজপরিবারের মেয়ে গায়ত্রী দেবীর বিয়ে হয়েছিল জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় মান সিংয়ের সঙ্গে। বন্ধুরা যাঁকে ডাকতেন জয় বলে। গায়ত্রী ছিলেন তাঁর তৃতীয় স্ত্রী, গোলাপি শহর জয়পুরের মহারানি। রাজকুমারী হয়েও জয়পুরের মহারাজার তৃতীয় স্ত্রী হয়েছিলেন ভালোবেসে।

উটিতে যখন তাঁদের প্রথমবার দেখা হয়, গায়ত্রীর বয়স ৫ বছর। ১৩ বছরের রাজপুত্র দ্বিতীয় মান সিং সে সময় উটিতে তাঁদের প্রাসাদে ভারতীয় খাবার খাওয়ার জন্য দাওয়াত চেয়েছিলেন। এরপর গায়ত্রীর বয়স যখন ১২, তখন হঠাৎ গায়ত্রীদের কলকাতার প্রাসাদ উডল্যান্ডে আসেন দ্বিতীয় মান সিং, তত দিনে তিনি জয়পুরের মহারাজা। ১৯৩১ সালের বড়দিনে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন তিনি। রাজপুত সেবার রোলস-রয়েস গাড়ি চালিয়ে উডল্যান্ডে এসেছিলেন।

নায়কোচিত চেহারা ও তুখোড় পোলো খেলোয়াড় হিসেবে সে সময় জয়পুরের রাজপুত দেশে-বিদেশে নামজাদা। এর মধ্যে গায়ত্রী তাঁর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ২১ বছরের জয় তখন দুই বিয়ে করে ফেলেছেন। পরের শীতে আবার কলকাতায় এসে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান পোলো অ্যাসোসিয়েশনের কাপ জেতেন জয়। আর সেই খুশিতে গায়ত্রীর মা তাঁকে বলেন, 'আজ তুমি যা চাইবে, তা-ই দেব।' সবাইকে অবাক করে জয় বলেন, 'গায়ত্রীকে নিয়ে ফিরপো রেস্তোরাঁয় ডিনারে যেতে চাই।' এই প্রথম কামিজ ছেড়ে শাড়ি পরলেন গায়ত্রী দেবী। একপলকেই যেন কিশোরী থেকে তরুণী হয়ে গেলেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে জয় ও গায়ত্রীর দেখা হতে থাকে। রাজকীয় অতিথি হিসেবেও দুই পরিবারের যাতায়াত ঘটে দুই রাজ্যে। এরই ফাঁকে জয় একবার ইন্দিরা দেবীর কাছে আড্ডাচ্ছলে বলে ফেলেন, গায়ত্রী বড় হলে ওকে বিয়ে করতে চাই। ইন্দিরা দেবী বিষয়টা ঠাট্টা বলেই ভেবেছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডে পড়তে গিয়ে গায়ত্রী চুটিয়ে প্রেম করতে থাকেন জয়ের সঙ্গে। এরই একফাঁকে কাউকে কিচ্ছু না জানিয়ে দু'জনে মিলে সেরে ফেলেন বাগদান। দুজনের নামের আদ্যাক্ষর আংটির ভেতরের দিকে খোদাই করা হয়, যাতে বাইরে থেকে চোখে না পড়ে। তাঁদের পাগলপারা প্রেম সে সময়ে ইংল্যান্ডে বেশ আলোচনার বিষয় ছিল। জয়পুরের রাজপরিবারের ফেসবুক পেজ থেকে এভাবেই ভারতে ফিরে ১৯৪০ সালের ৯ মে আনুষ্ঠানিকভাবে জয়পুরের মহারানি হিসেবে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন গায়ত্রী দেবী। বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে গোটা ভারতের বিভিন্ন রাজপরিবার কোচবিহারে আসেন। অনেকে আবার বিশ্বযুদ্ধ থাকায় আসতে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করেন।

জনসমাগমে গেলে গায়ত্রীর ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারত না লোকজনছবি: জয়পুরের রাজপরিবারের ফেসবুক পেজ থেকে বিয়েতে উপহার হিসেবে গায়ত্রী পেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় কালো বেন্টলি গাড়ি, দুই আসনবিশিষ্ট প্যাকার্ড, হিমালয়ের পাদদেশ মুসৌরিতে একটি বাড়ি, প্রচুর হীরা-জহরত ইত্যাদি। গায়ত্রী-জয়ের একমাত্র সন্তান প্রিন্স জগৎ সিংয়ের জন্ম তাঁদের বিয়ের ৯ বছর পর।

রাজস্থানের জয়পুরে ১৯৪৩ সালে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন গায়ত্রী। সে সময় এই স্কুল নারীশিক্ষা বিস্তারে রেখেছিল বিশেষ ভূমিকা।

রাজনীতির মাঠে রাজমাতা- বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো। ভারত স্বাধীন হলো। ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল রাজপরিবারগুলোর ক্ষমতা। জয়পুরের রাজমাতাকে একবার দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকতেন অনেকে। অনেক রাজপরিবারে তখন পর্দা থাকলেও গায়ত্রী সেসবে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি ঘোড়া ছোটাতেন, পার্টিতে যেতেন, গাড়ি চালাতেন প্রকাশ্যে।রাজমাতা গায়ত্রী ১৯৬২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে আসেন। তবে রাজনীতিতে সক্রিয় হন আরও দুই বছর আগে থেকে। বাইরের জনগণের কাছে সেটা হঠাৎ মনে হলেও, গায়ত্রীর কাছে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার অনুরোধ আসছিল। তবে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস থেকেই তাঁকে সংসদ সদস্য প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী। তবে স্বামীর আপত্তি না থাকলেও নিজে কিছুটা দ্বিধায় ছিলেন। তাই তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত না নিয়ে সময় চান। পরে বিনয়ের সঙ্গেই 'না' করে দেন।

রাজমাতা থেকে জনগণের সাংসদ গায়ত্রী দেবীছবি: জয়পুরের রাজপরিবারের ফেসবুক পেজ থেকে ১৯৬২ সালে রাজনীতির মাঠে এসেও দারুণভাবে সফল হন রাজমাতা গায়ত্রী দেবী। জয়পুর থেকে পরপর তিনবার লোকসভার সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। নির্বাচনে বিরোধী দলের নেতাকে হারিয়েছিলেন রেকর্ড পরিমাণ ভোটে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও তাঁর নাম ওঠে। সেবার এককভাবে ৭৮ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন গায়ত্রী। যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে তাঁর সেই গল্প জন এফ কেনেডি শুনিয়েছিলেন এক ভরা মিটিংয়ে। মার্কিন ফার্স্ট লেডি জ্যাকুলিন কেনেডিও দারুণ পছন্দ করতেন গায়ত্রীকে। খুব ভালো বন্ধু ছিলেন তাঁরা। ১৯৭০ সালে রাজা দ্বিতীয় মান সিং মারা যান ইংল্যান্ডে এক পোলো মাঠে। গায়ত্রী তখন দর্শকের আসনে। এরপর ১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করে ইন্দিরা গান্ধী সরকার। তত দিনে রাজপরিবারগুলোর ভাতাও বন্ধ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক রোষে ও জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করে জুলাই মাসে গ্রেপ্তার হন গায়ত্রী দেবী ও তাঁর ছেলে প্রিন্স জগৎ সিং। প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস তিহার জেলে বন্দী ছিলেন গায়ত্রী। আয়কর আইন ভঙ্গের দায়ে তাঁদের গ্রেপ্তারের কথা বলেছিল সরকার।

২০২৪-এর জুলাই মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়ার্কশপের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন

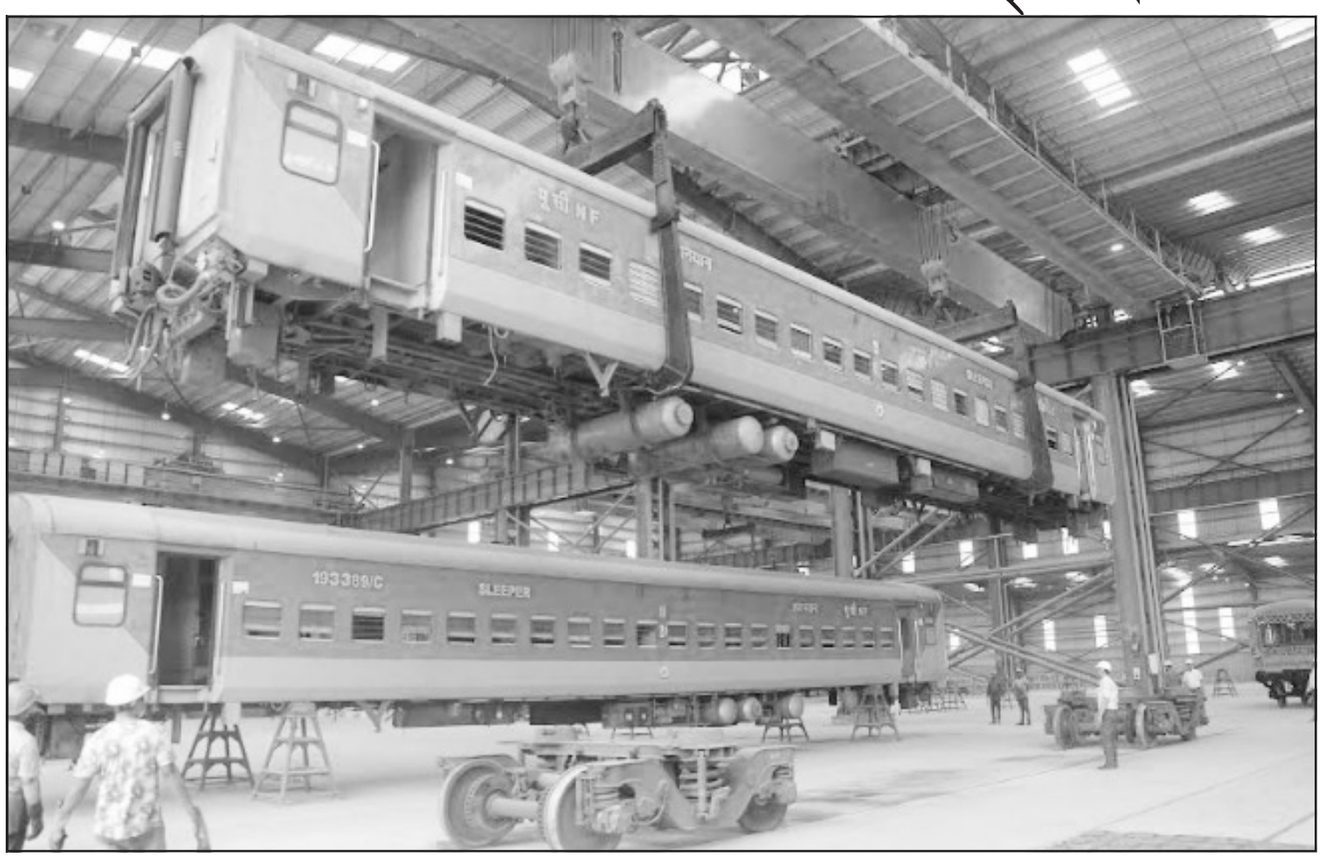

মালিগাঁও, ০২ আগস্ট, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) নিউ বঙাইগাঁও এবং ডিব্রুগড়ের রোলিং স্টক ওয়ার্কশপ ট্রেন কোচ ও গুডস ওয়াগনের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে। উভয় ওয়ার্কশপ থেকেই চলতি অর্থবর্ষের জুলাই মাসের নির্ধারিত লক্ষ্য থেকে অধিক পরিমাণের কোচ ও ওয়াগনের পর্যায়ক্রমিক ওভারহলিং (পিওএইচ) আউটটার্ন প্রদান করা হয়েছে। এই সাফল্যগুলি উদ্ভাবন, সুরক্ষা ও কার্যকর উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দায়বদ্ধতাকেই আলোকপাত করে। ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল এবং যাত্রীদের সুগম ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য কোচ ও ওয়াগনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা। নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপটি এই সময়সীমার মধ্যে ৬৪টি নন-এসি এবং এসি প্রচলিত কোচের পর্যায়ক্রমিক ওভারহোলিং (পিওএইচ) সম্পন্ন করেছে। একইভাবে, এই সময়সীমার মধ্যে ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৫৬-এর বিপরীতে ৫৯টি প্রচলিত কোচের পিওএইচ করা হয়েছে। নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপে এই সময়সীমার মধ্যে তিনটি নন-হাইস্পিড ট্রলিকে হাই-স্পিড ট্রলিতে রূপান্তর করা হয়েছে এবং ৩৮টি ইন-হাউজ সামগ্রী উৎপাদন করা হয়েছে। এলএইচবি (লিংকে হফম্যান বুশ) কোচের সংস্কারের জন্য এবং নিজেদের পিওএইচ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই দুটি রোলিং স্টক ওয়ার্কশপ ইতিমধ্যে একাধিক পরিকাঠামোমূলক বৃদ্ধির কাজ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে ০২ টি এলএইচবি এসি কোচে ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম (এফএসডিএস) স্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে এই অর্থবর্ষে ক্রমবর্ধমানভাবে মোট ২৮টি কোচে স্থাপন করার সাফল্য অর্জন করা হয়েছে। ট্রেন কোচ এবং গুডস ওয়াগনের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কাজ নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের সূচি অনুযায়ী এই ওয়ার্কশপগুলিতে করা হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি নির্ধারিত বিরতিতে নিয়মিতভাবে পর্যায়ক্রমিক ওভারহোলিং (পিওএইচ), ইন্টারমেডিয়েট ওভারহোলিং (আইওএইচ) সম্পন্ন করা হয়। নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপটি ২৫টি ওয়াগনকে টুইন পাইপ এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তরিত করেছে, যার ফলে এই বছরের জন্য মোট ১২৬টিতে বৃদ্ধি ঘটেছে। একইভাবে, ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপটি ০৭টি কোচের আর৩ এয়ার হোজ পাইপ পরিবর্তন করেছে, এর ফলে সংশ্লিষ্ট অর্থবর্ষে এর বৃদ্ধি ঘটে মোট ৩৮টি হয়েছে। জুলাই মাসে ১৩টি কোচে স্ট্যান্ডার্ডাইজড আপডেটেড ফ্লেক্সিবেল হোজের সাথে এয়ার ব্রেক পাইপ ও ফিটিং পরিবর্তন করা হয়েছে, যার ফলে এই অর্থবর্ষে এর বৃদ্ধি ঘটে হয়েছে মোট ৪৯টি। যেহেতু ব্রেক রিলিজিং সময় কম, তাই এই টুইন পাইপ ব্রেক সিস্টেম পরিচালনার দক্ষতা ও পণ্যবাহী ট্রেনের গড় গতি বৃদ্ধি করে।পিওএইচ এবং আইওএইচ চলাকালীন সময়ে ট্রেন কোচের বিভিন্ন গিয়ের সহ সমস্ত পার্টস ক্ষয় হয়ে যাওয়া, পরিকাঠামোগত ক্ষতি এবং স্থায়িত্ব ও কোচগুলির ফিটনেস নিশ্চিত করার জন্য এবং সুরক্ষিত ট্রেন পরিচালনা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পুঙ্খানুপঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়।

পিআইবি-র ভূমিকা নিয়ে রাজ্যসভায় শমীক ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নের উত্তর

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি. স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর (পিআইবি) ভূমিকা নিয়ে রাজ্যসভার সদস্য শমীক ভট্টাচার্য্যের নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিলো কেন্দ্রীয় সরকার।

কলকাতায় পিআইবি-র স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীসংখ্যা-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে শুক্রবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগান জানান, মন্ত্রকের সদর দফতর নয়াদিল্লিতে। তারই অধীনে দেশের পাঁচটি 'জোন'-এ পিআইবি-র ১৯টি আঞ্চলিক অফিস আছে। কলকাতার পিআইবিতে ১৮ জন স্থায়ী এবং একজন অস্থায়ী কর্মচারী রয়েছেন।বাংলায় পিআইবি-র প্রেস বিজ্ঞপ্তি পেতে সময় লাগে বলে শোনা যায়। এর কারণ এবং এই কাজে গতি আনতে কী ভাবা হচ্ছে শমীকবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, "দিল্লি থেকে দেওয়া পিআইবির অফিসিয়াল সাইটে দেওয়া কোনও তথ্য স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এর পর আঞ্চলিক ভাষায় সেগুলো প্রচারমাধ্যমে পাঠানো এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়"। পিআইবি সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের খবর দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে দিতে মেল ছাড়াও গত ১১ জানুয়ারি থেকে সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চালু করা হয়েছে। এতে সদস্য রয়েছেন ১১০ জন। পশ্চিমবঙ্গে ভুয়া খবর নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক তথ্যানুসন্ধানী শাখার ব্যাপারে পিআইবি কী ভাবছে? শমীকবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, "কেন্দ্রীয় সরকারের খবর যাতে ভুল না ছড়ায় তা দেখতে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের আওতায় পিআইবি ২০১৯-এর নভেম্বরে সালে একটি তথ্য অনুসন্ধান ইউনিট গঠন করেছে। তারা প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রক ও দফতরের স্বীকৃত সূত্রের কাছ থেকে তথ্যের বা খবরের সত্যতা বিশ্লেষণ করে তা সামাজিক মাধ্যমে তুলে দেয়"। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ও প্রচারমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কে পিআইবি-র প্রক্রিয়া জানতে চান শমীকবাবু। উত্তরে মন্ত্রী জানান, "পিআইবির মাধ্যমে সরকারের সমস্ত কর্মসূচির তথ্য সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া হয়। এছাড়াও 'মিডিয়া বার্তালাপ' নামে একটি কর্মসূচি চালানো হয়। এর মারফত সরকারের কাজের কথা সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়"।

শিলিগুড়ি মহকুমার ৬৫টি গ্রাম মডেল গ্রামের তকমা পেল

শিলিগুড়ি, ২ আগস্ট (হি.স.) : শিলিগুড়ি মহকুমার ৬৫টি গ্রাম মডেল গ্রামের তকমা পেল। বৃহস্পতিবার স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে আসে নকশালবাড়িতে তিন সদস্যের কেন্দ্রীয় অডিট দল। গত সোমবার থেকে মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করছেন ওই দলের প্রতিনিধিরা। শনিবার পর্য্যন্ত চলবে তথ্য সংগ্রহের কাজ।এদিন পর্য্যন্ত মহকুমার ৩৩২টির মধ্যে ৬৫টি গ্রামকে মডেল গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও শনিবারের মধ্যে এই সংখ্যাটা বাড়বে বলেই মনে করছেন মহকুমা পরিষদের আধিকারিকরা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের এক আধিকারিক জানান, গত সোমবার থেকে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল অডিটের কাজ শুরু করেছে। শনিবার ফাইনাল রিপোর্ট তৈরি হবে। মহকুমা পরিষদ সূত্রে জানা যাচ্ছে, এখনও পর্য্যন্ত ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ১১ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। ৩৩২টি গ্রামের মধ্যে যেগুলিতে সলিড ও লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প, প্রতিটি বাড়ি এবং স্কুলে শৌচালয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, সেগুলি মডেল গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'এসবিএম প্রকল্পে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার কাজ চলছে আমাদের ২৬টি সংসদে।

তা যাচাই করতে কেন্দ্রীয় টিম এসেছিল।'মহকুমা পরিষদ সূত্রে খবর, এই প্রকল্পের আওতায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ২৭৪ জন মহিলাকে চিহ্নিত করে তাঁদের বাড়িতে শৌচালয় তৈরির জন্য মাথাপিছু ১২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৮১টি আইসিডিএস কেন্দ্রে শৌচালয় বানানোর কাজ শুরু হয়েছে।

যথোচিত মর্য্যাদায় পালিত আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মদিন, নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি.স.): যথোচিত মর্য্যাদায় পালিত হল আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মবার্ষিকী। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ১৬৪ তম জন্মদিন শুক্রবার নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হয়েছে। ব্যতিক্রমী এই রসায়নবিদ, শিক্ষক, পরোপকারী ও শিল্পোদ্যোগী গড়ে তুলেছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস নামের প্রতিষ্ঠান। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে ভারতীয় রসায়নের জনকও বলা হয়ে থাকে। দিনটি উপলক্ষে কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শুক্রবার বাদল অধিবেশনের দশম দিনে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধ্যক্ষ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক অপূর্ব সরকার-সহ শাসক ও বিরোধী দলের একাধিক বিধায়ক ও বিধানসভার সচিবালয়ের কর্মীরা আচার্য্যের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। এরপর বিধানসভার লবিতে আচার্য্যের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মৃতিচারণ করা হয়।

বেহাল রাস্তার কারণে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা, রেলের রেক পয়েন্ট থেকে কার্যত বন্ধ পণ্য পরিবহন

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২ আগস্ট(হি.স.): দক্ষিণ দিনাজপুরের রামপুর রেক পয়েন্টের বেহাল রাস্তা বর্তমানে একটি বড় দুর্ঘটনার ফাঁদ হয়ে উঠেছে। এই রাস্তায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে এবং পণ্য পরিবহন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। লাভের বদলে ক্ষতির মুখে পড়ছেন লড়ি ব্যবসায়ীরা।বালুরঘাট ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার আসোসিয়েশন জানিয়েছে যে, রেলের রেক পয়েন্ট থেকে পণ্য পরিবহনের জন্য প্রতিদিন ৮০ থেকে ৯০টি লড়ি ভাড়া করা হত। তবে রামপুর স্টেশন থেকে রেক পয়েন্ট পর্য্যন্ত প্রায় ২০০ মিটার রাস্তা এতটাই বেহাল যে, অধিকাংশ ট্রাকই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে।আসোসিয়েশনের সভাপতি অশোক কুমার ঘোষ এবং সম্পাদক চঞ্চল সাহা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই তাদের ১২-১৩টি ট্রাক বেহাল রাস্তার কারণে দুর্ঘটনায় পড়েছে। ৩০০০ টাকা আয় করতে গিয়ে ১৫০০০ টাকা গাড়ির পিছনে খরচা করতে হচ্ছে। রেল কর্তৃপক্ষকে এই সমস্যার কথা জানানো হলেও কোন সুরাহা হয়নি। অন্যদিকে, রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেছেন যে, রেল কর্তৃপক্ষের উচিত রাস্তাটি মেরামত করা যাতে রেক পয়েন্টে আসা পণ্য পরিবহনে সুবিধা হয়। বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড: সুকান্ত মজুমদারও রাস্তাটি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রেল প্রতিমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন।বালুরঘাট ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার আসোসিয়েশন আরও দাবি জানিয়েছে, রেক পয়েন্টে একটি শেডের ব্যবস্থাও করা হোক যাতে পণ্য গুলি সুরক্ষিত থাকে। বেহাল রাস্তা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য তারা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছে।

মহামেডান পেল নতুন স্পন্সরার

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি.স.): নতুন স্পন্সরার এলো মহামেডান স্পোর্টিং---এ। এবার আইএসএল---এ খেলবে মহামেডান স্পোর্টিং। সুতরাং আইএসএল---এর আগে স্বস্তি ফিরল মহামেডানে। ইনভেস্টর হিসেবে মহামেডান পেল 'শ্রাচী' গ্রুপকে। ৩০.৫ শতাংশ শেয়ার নিয়ে দু'বছরে ৩৫ কোটি টাকা দেবে শ্রাচী গ্রুপ। এনিয়ে মহামেডানের সঙ্গে মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন শ্রাচী স্পোর্টসের কর্ণধার রাহুল টোডি। মৌ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে মহামেডান তাঁবুতে। মহামেডান সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি বলেন, 'আইএসএল শুরুর আগে আমাদের জন্য ভালো খবর। আমরা এখন চিন্তামুক্ত।'

দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরীতে ভেঙে পড়ল বাড়ি, ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার ৪ জন

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.) : দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরী এলাকায় ভেঙে পড়ল একটি বাড়ি। শুক্রবার দুপুরে জাহাঙ্গীরপুরী শিল্পাঞ্চল এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি বাড়ি। দুপুর ১২.৫১ মিনিট নাগাদ খবর পায় দমকল। ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৪ জনকে। দিল্লি দমকল দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার দুপুর ১২.৫১ মিনিট নাগাদ ফোন করে জানানো হয়, জাহাঙ্গীরপুরী শিল্পাঞ্চল এলাকায় ভেঙে পড়েছে একটি বাড়ি। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও পুলিশ। ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয় ৪ জনকে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও উদ্ধারকাজ চলছে।

কেদারনাথ থেকে গুজরাটের ১৭ জন বিপর্য্যস্ত তীর্থযাত্রীকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর

আমেদাবাদ, ২ আগস্ট (হি. স.) : একনাগাড়ে মুষলধারে বৃষ্টিতে বিপর্য্যস্ত দেবভূমি উত্তরাখণ্ড। যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে পরিস্থিতি আরও বেগতিক হতে পারে। কেদারনাথ-সহ চারধাম যাত্রা পথেও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে। কেদারনাথ ধামে তীর্থযাত্রায় যাওয়া গুজরাটের আরাবল্লি জেলার ১৭ জন তীর্থযাত্রী উত্তরাখণ্ডে গিয়ে আটকে পড়েন। শুক্রবার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এইসব যাত্রীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য উত্তরাখণ্ড সরকারের সঙ্গে সমন্বয়ের নির্দেশ দেন আধিকারিকদের। তাৎক্ষণিক এই উদ্যোগের ফলে দ্রুত তাঁদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে কেদারনাথ যাত্রা পথে আটকে পড়া অন্যান্য রাজ্যের পুণ্যার্থীদেরও উদ্ধারের কাজ চলছে পুরোদমে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির অনুরোধে বিপর্য্যস্ত উত্তরাখণ্ডে কপ্টার পাঠিয়েছে কেন্দ্র। তাতেই পর্য্যটক-পুণ্যার্থীদের উদ্ধারকাজ চলছে বলে জানা গেছে। জানা গেছে, বায়ুসনার চিনুক এবং এম ১৭ কপ্টার এদিন উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। তবে কেদারঘাঁটিতে এক নাগাড়ে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে খবর। উত্তরাখণ্ড-এ উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে রাজ্য বিপর্য্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং জাতীয় বিপর্য্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর জওয়ানরাও।

হাই ড্রেনের পাঁচিল চাপা পড়ে আহত দুই কিশোর, গুরুতর অবস্থা আলমগীর শেখের

হুগলী, ২ আগস্ট (হি.স.) : হুগলীর পাণ্ডুয়ার বোসপাড়া হঠাৎ কলোনী এলাকায় হাই ড্রেনের পাঁচিল চাপা পড়ে দুই কিশোর আহত হয়েছে। স্থানীয় কয়েকজন কিশোর জল নিকাশির জন্য তৈরি হওয়া হাই ড্রেনে মাছ ধরছিল। সম্প্রতি পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এলাকায় জল নিকাশির জন্য এই হাই ড্রেনটি তৈরি করা হয়, যা ডিভিসি খালে জল নিষ্কাশন করে। বৃষ্টির কারণে আশপাশের এলাকার জল এই ড্রেনের মাধ্যমে ডিভিসি খালে পড়ছে। কিশোররা মাছ ধরতে নামার সময় হঠাৎ করে হাই ড্রেনের এক দিকের পাঁচিল ভেঙে ড্রেনের ভেতরে পড়ে যায়। এতে আলমগীর শেখ ও সাহিল শেখ জখম হয়।অন্যান্য কিশোরদের চিৎকার শুনে এলাকার লোকজন ছুটে আসে এবং পাশের দমকল দফতরে খবর দেয়। দমকল কর্মীরা দ্রুত এসে দুই কিশোরকে উদ্ধার করে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে আলমগীর শেখের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা এই দুর্ঘটনার জন্য পঞ্চায়েতের নিকাশির কাজের মানের অভাবকে দায়ী করেছেন এবং দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ধামির অনুরোধে বিপর্য্যস্ত উত্তরাখণ্ডে কপ্টারে পর্য্যটক-পুণ্যার্থীদের উদ্ধারকাজ কেন্দ্রের

দেহরাদুন, ২ আগস্ট (হি. স.): একনাগাড়ে মুষলধারে বৃষ্টিতে বিপর্য্যস্ত দেবভূমি উত্তরাখণ্ড। যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে পরিস্থিতি আরও বেগতিক হতে পারে। কেদারনাথ-সহ চারধাম যাত্রা পথেও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে। কেদারনাথ যাত্রাপথে আটকে পড়া পুণ্যার্থীদের উদ্ধারের কাজ চলছে পুরোদমে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির অনুরোধে বিপর্য্যস্ত উত্তরাখণ্ডে কপ্টার পাঠিয়েছে কেন্দ্র। তাতেই পর্য্যটক-পুণ্যার্থীদের উদ্ধারকাজ চলছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, বায়ুসনার চিনুক এবং এম ১৭ কপ্টার এদিন উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। তবে কেদারঘাঁটিতে এক নাগাড়ে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে খবর। উত্তরাখণ্ড-এ উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে রাজ্য বিপর্য্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং জাতীয় বিপর্য্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর জওয়ানরাও।

কৃষ্ণা নদীতে উল্টে গেল ট্রাক্টর, তলিয়ে নিখোঁজ একাধিক, জারি উদ্ধারকাজ

কোলহাপুর, ২ আগস্ট (হি. স.) : কোলহাপুরের ইচল করঞ্জিতে কৃষ্ণা নদী পার হওয়ার সময় উল্টে গেল একটি ট্রাক্টর। শুক্রবার সকালেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ট্রাক্টরটি। জানা গেছে, নদীতে তলিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন ৮ জন।

জানা যাচ্ছে, ট্রাক্টর চালক নদীর জলে প্লাবিত রাস্তা দিয়ে ট্রাক্টর চালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টরটি নদীতে উল্টে যায়। এই ঘটনায় নিখোঁজ ৮ জন। ঘটনার খবর পেয়েই উদ্ধারকাজ শুরু করে বিপর্য্যয় মোকাবিলা বাহিনী। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, তাঁদের মধ্যে ৫ জনকে উদ্ধার করা গেছে বলে খবর বিপর্য্যয় মোকাবিলা বাহিনী সূত্রে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে বলে জানানো হয়েছে বিপর্য্যয় মোকাবিলা বাহিনী-র তরফে।

মালদায় ৬০ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি.স.) : শুক্রবার একটি বড় অভিযানে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে মালদা জেলা পুলিশ। গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি ও কালিয়াচক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে এই বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়।এদিন এসপি প্রদীপ যাদব বলেন, বৃহস্পতিবার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের দল বামনটোলা মাঠপাদা গ্রামে গিয়ে নূর ইসলামের ছেলে সেতাউর রহমানের বাড়িতে প্রবেশ করে। অভিযুক্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকলেও তার স্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।এরপর পুলিশ একটি স্বচ্ছ প্লাস্টিকের প্যাকেটে প্রায় ৬৪৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে এবং বাজেয়াপ্ত করে। এর আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। এই ব্যাপারে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ দায়ের করেছে এবং আরও তদন্ত শুরু করেছে।

টানা বৃষ্টিতে তলিয়ে গেল রেললাইনের পাশের জমি

হুগলি, ২ আগস্ট (হি.স.) : অবিরাম বৃষ্টির কারণে পূর্ব রেলের হাওড়া-বর্ধমান (প্রধান) শাখার চুঁচুড়া এবং চন্দননগর স্টেশনের মধ্যে দেবীপুর এলাকায় আপ লাইন বরাবর মাটি ধসে গেছে। শুক্রবার সকালে স্থানীয় এক ব্যক্তির মাধ্যমে রেলওয়ে কর্মকর্তাদের কাছে এই খবর পৌঁছায়। এর পরে চন্দননগর স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য আপ হুল এক্সপ্রেস বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ধীরে ধীরে ট্রেনটি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।জানা গেছে, রেললাইনের পাশের জমি প্রায় ১৫ থেকে ২০ ফুট এলাকা তলিয়ে গেছে। খবর পেয়ে রেলওয়ের প্রকৌশলীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে আরপিএফও। বর্তমানে ট্রেনটি ধীরে ধীরে ওই এলাকা দিয়ে আপ লাইনে যাচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব ভূমিধস সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ঘাটালের ঝুমি নদীতে বন্যা, সাতটি বাঁশের সাঁকো ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

ঘাটাল, ২ আগস্ট (হি.স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ব্লকের ঝুমি নদীতে টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে জল বেড়ে যাওয়ায় সাতটি বাঁশের সাঁকো ভেঙে গিয়েছে। নদীতে ভেসে আসা কচুরিপানার চাপে সাঁকোগুলি ভেঙে যাওয়ায় চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চাশটিরও বেশি গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

শুক্রবার সকালে পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে ওই এলাকায় যান ঘাটালের এসডিও সুমন বিশ্বাস। তিনি জানান, ''আমরা প্রতিদিন জলের ওয়াটার লেভেল পাই, এখনও পর্য্যন্ত জল বিপদ সীমার নিচে রইছে।'' নদীর উপর বাঁশের সাঁকো ভেঙে যাওয়ায় বর্তমানে নৌকায় পারাপার চলছে। এসডিও স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে নৌকাতে একসাথে বেশি মানুষ না তোলা হয় এবং প্রয়োজনে লাইফ জ্যাকেট রাখার জন্য। প্রতিটি নৌকা যাতে ফিট থাকে সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

পরিস্থিতির কারণে মনসুকা এল এন হাই স্কুলের পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। যোগাযোগের জন্য খেয়া দেয়া হয়েছে, খেয়াতেই পারাপার করছেন মানুষজন। জানা গিয়েছে আরও দুটি খেয়া দেয়া হবে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে ঝুমি নদীর উপর ভগবতী সেতু তৈরির কাজ শুরু হলেও এখনও পর্য্যন্ত তা শেষ হয়নি। সেতুটি তৈরি হলে এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হত না বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কাজের সন্ধান

অনলাইন আবেদনে ৪০০ জন এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই স্টিল অথরিটিতে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় ট্রেড এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় অর্থাৎ সেইল-এ বিশেষ করে রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্টে ট্রেড, টেকনেশিয়ান এবং গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ১০ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১০ আগস্ট। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা মাস্টার্স যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। সেইল-এর জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় কর্পোরেট সেক্টর বিশেষ করে স্টিল অথরিটিতে বা সেইল-এ চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় স্টিল অথরিটি বা সেইল-এ সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ৩ হাজার জনকে বাছাইয়ের কর্মসুচি থাকলেও বর্তমানে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট, ওড়িশায়। এক্ষেত্রে কোনও রকম লিখিত পরীক্ষা বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষারও প্রয়োজন নেই। পরীক্ষা ছাড়াই স্টিল অথরিটিতে নিয়োগের এটি একটি দারুন সুযোগ। মেরিটের ভিত্তিতে প্রথমে বাছাই করে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই নিয়োগ দেওয়া হয়। স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১০-০৮-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। বয়সের উর্ধ্বসীমায় ওবিসি-দের ক্ষেত্রে ৩ বছর, এসসি ও এসটি-দের ক্ষেত্রে ৫ বছর, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষমদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ বছর এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ১০ বছরের ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এইক্ষেত্রে নিয়োগ হবে ১৯৬১ এপ্রেন্টিস অ্যাক্ট অনুযায়ী। শূন্যপদের বিভাজন এই রকমঃ ক্রমিক নং (১) - ট্রেড এপ্রেন্টিস, শূন্যপদ ২১৩টি। যোগ্যতা আইটিআই পাস আউট আবশ্যক। ক্রমিক নং (২) - টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস, শূন্যপদ ১৩৬টি। যোগ্যতা ডিপ্লোমা পাস আউট আবশ্যক। ক্রমিক নং (৩) - গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস, শূন্যপদ ৫১টি। যোগ্যতা বিটেক পাস আউট আবশ্যক। শূন্যপদগুলোর মধ্যে ট্রেড অনুযায়ী এবং অন্যান্য বিভাজনের পাশাপাশি বিস্তারিত জেনে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। এছাড়া, এসসি'র জন্য ২২ শতাংশ, এসটি'র জন্য ৬ শতাংশ, ওবিসি'র জন্য ১৭ শতাংশ, ইডব্লিওএস'র জন্য ৫.২ শতাংশ, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৩ শতাংশ সংরক্ষিত রয়েছে। ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১০ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। বাছাইকৃত হলে ইন্টারভিউর বা পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি।

রেলে চাকরির লক্ষ্যে ২৪৩৮ এপ্রেন্টিস অনলাইনে আবেদন, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২ হাজার হলেও দক্ষিণ রেলওয়েতে ২৪৩৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকের পর আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট। মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা দক্ষিণ রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে এবং ওয়ার্কশপে যে-কোনও একটি ক্লাস্টারের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে নির্দিষ্ট সময়ে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা দিতে হয় না। মেধার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন মধ্য রেলের জন্য ১২ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১২ আগস্ট। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২ হাজার জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৮-০৭-২০২৪-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **গ্রামীণ ডাক সেবক (ডাক বিভাগ),**
শূন্যপদ ঃ ৪৪,২২৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততঃপক্ষে মাধমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হেড কনস্টেবল (আইটিবিপি),**
শূন্যপদ ঃ ১১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২২-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নার্স, স্টাইপেন্ডারি ট্রেনি (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, বিএসসি নার্সিং পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর, ওভারম্যান (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১০৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি, পিজি, সিএ পাশ,
বয়স ঃ ২৩-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এনসিসি স্পেশাল এন্ট্রি (সেনাবাহিনী),**
শূন্যপদ ঃ ৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৯-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রোগ্রাম ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিক্যাল অফিসার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফ্যাকাল্টি (এইমস)**
শূন্যপদ ঃ ১০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মেডিক্যাল যোগ্যতা, এমডি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ২৪৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, সায়েন্টিস্ট (কেন্দ্রীয় সংস্থা)**
শূন্যপদ ঃ ১০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (জীবন বীমা),**
শূন্যপদ ঃ ২০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট,

আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে জীবন বীমায় উঁচু পদে চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। এল.আই.সি. বা জীবন বীমায় হাউজিং ফিনান্স বিভাগে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ২০০টি, যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ, বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার রয়েছে, বয়স ঃ ২১ - ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট, সেপ্টেম্বরে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো, — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ২০০ জন নিয়োগ হচ্ছে এল.আই.সি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেডে। তবে এর আগে প্রার্থীদের অবশ্যই এলআইসি হাউজিং-এর ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে নাম সহ বিস্তারিত বায়োডেটা রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে। যথাসময়ে আবার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এডমিট কার্ডও বের করে নিতে হবে। অনলাইনে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় মূল প্রমানপত্রের সাথে এডমিট কার্ডও নিয়ে যাবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউটের কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট। এল আই সি বা লাইফ ইন্স্যুরেন্স হাউজিং বিভাগে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৭-২০২৪-এর হিসেবে ২১ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন সহ এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিই, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের আধিক্য থাকলে বা এমবিএ পাশ হলে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবেন। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এলআইসি'র নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৪ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ, অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার, থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে হোয়াটস্অ্যাপে ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে যোগাযোগ করে সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রয়োজনে 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। একটাই পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের, সময় ২ ঘন্টা। প্রশ্নও থাকবে ২০০টি। এমসিকিউ প্যাটার্নের প্রশ্ন। প্রতিটির মান ১ নম্বর। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। প্রশ্ন হবে ইংরিজিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, পরীক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে আগরতলায়। অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবরে। তারিখ এখনও স্থির হয়নি। প্রার্থী সংখ্যা বেশি হলে দুই দিনও পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১০ দিন আগে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ডাক বিভাগে **গ্রামীণ ডাক সেবক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৪,২২৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততঃপক্ষে মাধমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* আইটিবিপি-তে **হেড কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২২-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **নার্স, স্টাইপেন্ডারি ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **সুপারভাইজর, ওভারম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি, পিজি, সিএ পাশ, বয়স ঃ ২৩-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ আগস্ট, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* সেনাবাহিনীতে **এনসিসি স্পেশাল এন্ট্রি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৯-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ আগস্ট, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে পরিবেশগত ঝুঁকি

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট : জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের নির্ধারণ করে দেওয়া কনভেনশনে (ইউ. এন. এফ. সি. সি. সি) জমা দেওয়া ভারতের তৃতীয় জাতীয় জ্ঞাপন বার্তা অনুযায়ী, দেশের বিভিন্ন অংশে জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ছে।

ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা, বজ্রপাত, বজ্রবিদ্যুৎ, তুষারপাত, শৈত্য প্রবাহ এবং তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাব দেখা যাচ্ছে। ভারতের আবহাওয়া বিভাগ ''স্ট্যান্ডার্ডাইজড রেসিপিটেশন ইনডেক্স'' (এসপিআই) অর্থাৎ বৃষ্টি পাতের আদর্শগত ধরন বা পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ করে ভারতে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত এবং খরার মতো অবস্থার প্রবণতা বিশ্লেষণ করেছে।

এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২১ সালে অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, হিমালয় পার্বত্য এলাকা, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু অংশে অত্যন্ত শুষ্ক এবং গুরুতর শুষ্ক পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

উপরন্তু, ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতে প্রবল বন্যা প্রভাবিত রাজ্যের সংখ্যা ২০১৭ সালের ৮ টি থেকে বেড়ে ২০২১ সালে বেড়ে হয়েছে ১৫ টি।

ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যার প্রবণতা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে উপদ্বীপ এলাকা, পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং মধ্য ভারতের কিছু অংশ সহ ভারতের অন্যান্য কিছু অংশে বৃষ্টি পাত ও বন্যা পরিস্থিতি বাড়ছে।

মণিপুরের স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (এস. এ. পি. সি. সি) অনুসারে, সে রাজ্যের পূর্ব হিমালয়ের পরিধিতে অবস্থান , ভঙ্গুর ভূ-পরিবেশগত পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের কারণে জল জনিত বিপর্যয়ের ঝুঁকি রয়েছে মনিপুর।

পাহাড়ি অঞ্চলে বর্ষাকালে ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে অতি প্রবল বৃষ্টিপাতের মতো বিভিন্ন কারণে উপত্যকা অঞ্চলে ঘন ঘন বন্যা দেখা দেয়। আকস্মিক বন্যা কৃষিজমি এবং বসবাসের স্থান এবং বর্ষাকালে শহুরে বসতি এলাকাগুলিকে প্রভাবিত করে। এর জন্য অববাহিকা অঞ্চলে মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রভাব বলে মনে করা হচ্ছে। বন্যার কারণে যেসব ক্ষয়ক্ষতি হয় তার মধ্যে রয়েছে বাঁধ ভাঙা, জল উপচে পড়া, ভূমিধ্বস, ভাঙন এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নদীর তীরে থাকা নিম্নাঞ্চল জলমগ্ন হওয়া।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে রাজ্যেগুলোর নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান কিন্তু ইঙ্গিত দেয় যে এর প্রভাবে ফসল উৎপাদনে প্রভাব পড়ে এবং খাদ্য নিরাপত্তা অনিশ্চিত করে তোলে এবং পুষ্টির সমস্যা তৈরি করে , জলবাহিত রোগের প্রকোপ সৃষ্টি করে এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার অভিবাসনের ফলে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায় ।

এনএপিসিসি-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বিভিন্ন রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত রাজ্যে রাজ্যে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট এস. এ. পি. সি. সি প্রস্তুত করেছে। সমস্ত এস. এ. পি. সি. সির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে নোডাল মন্ত্রক ও দপ্তরগুলির মাধ্যমে যেসব মিশন বাস্তবায়িত হয়, তার মধ্যে রয়েছে বিপজ্জনক ঝুঁকি মোকাবেলা প্রতিবেদন (এইচ. আর. ভি. এ), রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এস. ডি. এম. পি) এবং রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (এর ডি আর এফ)। দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো ও দুর্যোগ মোকাবেলার বিষয়ে অবহিত করতে জলবায়ুপরিবর্তনের ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস দেওয়ার জ্ঞান ও সক্ষমতা বিকাশ করা একটি অন্যতম লক্ষ্য। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :যেমনঃ খুব উচ্চ-রেজোলিউশন ডিজিটাল টেরেইন মডেল ব্যবহার করে স্থানীয় ভাবে সৃষ্ট বন্যার প্রাথমিক সতর্কতা মডেলগুলির বিকাশে এখন ভারতের বন্যা-প্রবণ অঞ্চলে বন্যার জন্য সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। স্থানীয় ভাবে আগাম সতর্কতার জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক আধা-স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রয়েছে।

তাছাড়া, কেন্দ্রীয় জল কমিশন (সিডব্লিউসি) এবং ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের (আইএমডি)- র মধ্যে তথ্য আদান- প্রদানে প্রয়োজনানুসারে কার্যকরী মুডে চলে এবং ফলাফলগুলি জিও-পোর্টালগুলির মাধ্যমে প্রচারিত হয়। বন্যা এবং অন্যান্য চরম অবস্থা মূল্যায়নের জন্য, দ্রুত প্রতিক্রিয়া করা ইত্যাদি।

আইএমডি, গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া, মৌসুমি বায়ু প্রবাহ, স্থানীয় ভাবে বিভিন্ন মরশুমের জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়মিত পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। এগুলো আবহাওয়ার প্রাথমিক সতর্কতা হিসাবেও গন্য হয়ে থাকে। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং।

বৃষ্টি ও বেহাল নিকাশিতে জলে ভাসছে নদীয়ার মৃৎশিল্পীদের কারখানা, রাস্তায় অবরোধ

নদীয়া, ২ আগস্ট (হি.স.) : পুজোর মুখে নদীয়ার মৃৎশিল্পীদের কারখানাগুলি টানা বর্ষণের ফলে জলে ভেসে যাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির জল জাতীয় সড়ক পেরিয়ে গ্রামে ঢুকে পড়ার কারণে ফুলিয়া আন্ডারপাস সংলগ্ন সার্ভিস রোডে শুক্রবার মৃৎশিল্পীরা বিক্ষোভ দেখান।

জাতীয় সড়কের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার কারণে একদিনের টানা বর্ষণের জল গ্রামে ঢুকে পড়েছে। এতে মৃৎশিল্পীদের কারখানাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামনে দুর্গাপুজো, তাই এই পরিস্থিতিতে তাঁদের ব্যবসায়িক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

প্রতিবাদ হিসেবে এদিন ফুলিয়া আন্ডারপাসের পাশে সার্ভিস রোডে মৃৎশিল্পী ও স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, সাবওয়ে দিয়ে জল ঢুকছে এবং নিকাশি ব্যবস্থা এখনও ঠিক হয়নি। খবর পেয়ে পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে আসে এবং তাঁদের আশ্বাসের পর দীর্ঘ ৩০ মিনিট পর অবরোধ তুলে নেন মৃৎশিল্পীরা। এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে মৃৎশিল্পীরা আগামী দিনে আরও বড় বিক্ষোভে নামবেন বলে জানিয়েছেন।

শুক্রবার কলম্বোতে শুরু ভারত শ্রীলঙ্কার মধ্যে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ

কলম্বো, ২ আগস্ট (হি.স.): শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে ভারত। নতুন কোচ গৌতম গম্ভীর নিয়োগের পর ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এই সফর একটা নতুন যুগের সূচনা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ক্লিন-সুইপ করার পর ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটেও ক্লিন সুইপের পুনরাবৃত্তি করার লক্ষ্য নিয়ে রহিতের টিম ইন্ডিয়া শুক্রবার নামবে।

দীর্ঘ আট মাস পর ভারতীয় ক্রিকেটের দুই তারকা রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি ওয়ানডেতে ফিরছেন। ৫০ ওভারের ফরম্যাটে আধিপত্য বিস্তারকারী এই জুটির লক্ষ্য থাকবে প্রত্যাবর্তনটা স্মরণীয় করে রাখতে।

সিরিজ শুরুর আগে অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেছেন, ''সিরিজটি একটি নতুন যুগের সূচনা করবে যেখানে অনেক নতুন এবং পুরানো প্রতিভা রয়েছে।এরপর একজন নতুন কোচের সঙ্গে হবে একটি নতুন সূচনা। নতুন এবং কিছু পুরানো মুখ নিয়ে আমরা মাঠে নামবো। মনে করি এরাই ভারতকে আগামী দিনে শক্তি যোগাবে।''

ভারত শ্রীলঙ্কার সঙ্গে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে, যা শুক্রবার থেকে শুরু হবে এবং চলবে ৭ আগস্ট পর্যন্ত।

জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারায় গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, মৃত্যু ৩ আরোহীর

শ্রীনগর, ২ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, নিহতরা সবাই অনন্তনাগ জেলার বাসিন্দা। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার তাঙধার-তীথওয়াল সড়কে। শিখ সেতুর কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় নিহতরা হল - মুশতাক আহমেদ খান (৪১), ফিরোজ আহমেদ পালা (৪৫) এবং নাজির আহমেদ মাগরে (৫৫)। সবাই অনন্তনাগ জেলার বাসিন্দা। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্ত্রীর জন্য সরকারের কাছে বাড়ি চাইলেন ইকুয়েডরের সোনা জয়ী পিনতাদো

প্যারিস, ২ আগস্ট (হি.স.): ছেলেদের ২০ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইকুয়েডরের সোনা জয়ী অ্যাথলিট পিনতাদো, রোনাল্ডোর ঢঙে নেচে সরকারের কাছে বাড়ি চেয়েছেন। রোনাল্ডোর নাচ এখন ছাড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে। ইকুয়েডরের এই অ্যাথলিট সোনা জিততে সময় নিয়েছেন ১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডে। প্যারিস অলিম্পিকে অ্যাথলেটিকসে দেশকে প্রথম সোনা এনে দিয়েছেন পিনতাদো।

সোনা জয়ের পর ইকুয়েডরের সরকারের কাছে পুরস্কার হিসেবে একটা বাড়ি চেয়েছেন পিনতাদো। পিনতাদো বলেছেন, 'পরিবার, স্ত্রী, সন্তানরা খুব একটা ভালো জায়গায় থাকে না। আমার সন্তান, স্ত্রী, পরিবারের জন্য আমার দেশের সরকারের কাছে একটা বাড়ি চাইছি। আর কিছু চাই না।'

অতিরিক্ত বৃষ্টিতে জলমগ্ন নদীয়ার কৃষ্ণনগর, বসবাসের অসুবিধায় এলাকাবাসী

নদীয়া, ২ আগস্ট (হি.স.): অতিরিক্ত ভারী বৃষ্টির কারণে নদীয়ার কৃষ্ণনগর শহরের অধিকাংশ এলাকা জলামগ্ন হয়ে পড়েছে। সঠিক জল নিকাশির পরিকাঠামো না থাকার ফলে পল্লীশ্রী, বাড়াবাড়ি, মোগলাপাড়া সহ একাধিক এলাকায় জল জমে গিয়েছে। জল নিকাশির অভাবে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল বিভিন্ন বাড়িতে প্রবেশ করায় এলাকাবাসীকে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। মাঠে জল জমে যাওয়ায় এলাকার জনজীবন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনেকের বাড়িতে জল ঢুকে পড়ায় বসবাস করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত জল নিকাশির সঠিক ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্থানীয় প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে, তবে সমস্যা

ভারত বিশ্বমানের ২২টি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): ভারত বিশ্বমানের ২২টি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। শুক্রবার লোকসভায় জে পি নাড্ডা বলেছেন, 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে মানুষকে চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে আসতে হবে না। দিল্লিতে এইমস যেভাবে পরিষেবা প্রদান করেন, এইমস-এর উচিত একই ব্র্যান্ড নামে পরিষেবা দেওয়া।'জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশ্বের সেরা তৃতীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ১৭টিরও বেশি এইমস খোলার চেষ্টা করেছেন। ১৯৬০-৭০-এর দশকে আমাদের সেরা ডাক্তার বলতেন, দেশে আমাদের সেই সুবিধা নেই। এখন প্রধানমন্ত্রী মোদী ২২টি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন।'

৪.৮০ লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর দর্শন সম্পন্ন, আরও একটি দল রওনা অমরনাথের উদ্দেশ্যে

শ্রীনগর, ২ আগস্ট (হি.স.): চলতি বছরের অমরনাথ যাত্রা ইতিমধ্যেই রেকর্ড গড়ে ফেলেছে, ইতিমধ্যেই ৪ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি পূণ্যার্থী পবিত্র গুহা মন্দির দর্শন করেছেন। এ ব্যাপারে গত বছরের রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে। শুক্রবার সকালে ১,২২১ জন পূণ্যার্থীর আরও একটি দল জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে বালতাল ও পহেলগাঁও-এর উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। এই ১,১২৯ জনের মধ্যে ৩৯৫ জন বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। অন্যদিকে ৮২৬ জন পাহেলগাঁও বেসক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত বছর মোট ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার তীর্থযাত্রী অমরনাথ গুহা মন্দির দর্শন করেছিলেন। এ বছর ইতিমধ্যেই সেই রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে।

চিকিৎসা বিমার ওপর জিএসটি ইস্যুতে বিক্ষোভ তৃণমূলের, প্রত্যাহারের দাবি সুদীপের

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.) : চিকিৎসা বিমার ওপর জিএসটি ইস্যুতে শুক্রবার সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন দুপুরে সংসদ ভবনের বাইরে সংসদ চত্বরেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউসুফ পাঠান প্রমুখ। চিকিৎসা বিমার ওপর জিএসটি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন সকলে।তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমরা এই ইস্যু উত্থাপন করেছি, জীবন বীমা প্রিমিয়াম এবং ওষুধের ওপর জিএসটি চার্জ করা হয়েছে, এটি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা দরকার। এই জিএসটি জনবিরোধী। এই জিএসটি দেশের জনগণের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে, আমরা জনগণের পাশে আছি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনে আমরা রাজপথে নামতে প্রস্তুত।''

রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজ্যপালদের সম্মেলন শুরু, নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হবে চর্চা

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সভাপতিত্বে রাজ্যপালদের দুদিনের সম্মেলন শুরু হয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবনে। এই প্রথম রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজ্যপালদের সম্মেলন হচ্ছে, সম্মেলনে উপস্থিত রয়েছেন সব রাজ্যের রাজ্যপালরা। এছাড়াও রয়েছেন, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান ও সিইও এবং কেন্দ্রের অন্যান্য আধিকারিকও সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন, উচ্চ শিক্ষার সংস্কার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মূল্যায়ণ, রাজ্যপালের ভূমিকা এবং উন্নয়নের ওপর আলোচনায় জোর দেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে এই সম্মেলনে।সম্মেলনের শুরুতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, এই সম্মেলনে যে আলোচনা হবে, তা অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা হবে এবং তাঁদের কাজে সহায়তা করবে। রাষ্ট্রপতি মুর্মু গুনমাণসম্পন্ন শিক্ষা, দরিদ্র ও বঞ্চিত শ্রেণীর উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক চাষাবাদ-সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।

মানালিতে হোটেলের সহকারি ম্যানেজারের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

কুল্লু, ২ আগস্ট (হি.স.): বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মানালি থানার অন্তর্গত আলাউতে অবস্থিত একটি হোটেলের কাছে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তাকে খুন করে দেহ এখানে ফেলে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ডিএসপি ক্ষমা দত্ত পুলিশ ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত করে পাশাপাশি দেহ উদ্ধার করে

প্রবল বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস, আবার বন্ধ এনএইচ ১০

শিলিগুড়ি, ২ আগস্ট (হি. স.) : খোলার পরদিনই ফের বন্ধ হয়ে গেল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। তিন সপ্তাহের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর বুধবার সকাল থেকে এই পথে শুরু হয়েছিল যান চলাচল। বৃহস্পতিবার দুপুর হতে না হতেই প্রশাসনের তরফে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এনএইচ ১০। কারণ, সেই ধস এবং ভূমিধস। আবহাওয়া দফতরের যা পূর্বাভাস, তাতে শুক্রবারও দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি কালিম্পং ও সিকিমে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে আগামী ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে রাস্তা দিয়ে যান চলাচল শুরু হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় পাহাড়ে। সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা পর্যন্ত কালিম্পংয়ে ২২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে বলে আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর। প্রশাসনিক আধিকারিকদের বক্তব্য, এই কারণেই নতুন করে ভূমিধস। এদিন মেল্লি সংলগ্ন আন্ধেরিঝোরায় রাস্তা অনেকটা ধসে যায়। পাশাপাশি ২৭ মাইল, ২৯ মাইল, রবিঝোরা, বিরিকদাড়ার মতো কয়েকটি এলাকায় ধস নেমেছে। যে কারণে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলেন, 'বৃষ্টির জেরে কয়েকটি এলাকায় ধস নেমেছে। নতুন কিছু জায়গা থেকে বোল্ডার পড়তে থাকায় ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। এদিন বৃষ্টির কারণে ধসের মাটি-পাথর সরানোর ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। শুক্রবার ওই কাজ করবে পূর্ত দফতর। তারপরেই জাতীয় সড়কের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' আবহাওয়া দফতরের যা পূর্বাভাস, তাতে শুক্রবারও দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি কালিম্পং ও সিকিমে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে আগামী ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে রাস্তা দিয়ে যান চলাচল শুরু হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ বরখাস্ত বিজেপি বিধায়কদের

রাঁচি, ২ আগস্ট (হি. স.): শুক্রবার ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন বরখাস্ত হওয়া ১৮ জন বিজেপি বিধায়ক। বৃহস্পতিবার বিধানসভার স্পিকার ২ আগস্ট দুপুর ২টো পর্যন্ত এই বিজেপি বিধায়কদের বরখাস্ত করেছিলেন। শুক্রবার তাঁরা বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের বাইরে বসে বিক্ষোভ দেখিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে।

জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন তাঁদের প্রশ্নের জবাব না দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় বিজেপি বিধায়করা। তার জন্য ৩১ জুলাই মার্শাল ডেকে তাঁদের বের করে দেওয়া হয়। তাঁদের কয়েকজন বিধানসভার লবিতেই রাত কাটান। ১ আগস্ট বিধানসভার কার্যক্রম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী বিজেপি বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আবার ওয়েলে ঢুকে পড়ে এবং নথিপত্র ছিঁড়ে ফেলে। শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। আবার মার্শালদের ডেকে তাঁদের বের করে দেওয়া হয়। স্পিকার রবীন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন, আমি বিধানসভার অভ্যন্তরে বিজেপি বিধায়কদের এমন আচরণে দুঃখিত। এটি ২৪ বছরের ঝাড়খণ্ড বিধানসভার ইতিহাসে কালো দিন।

বৃষ্টি-দুর্য্যোগে কেদারনাথ যাত্রা দু''দিন স্থগিত, সুরক্ষিত উদ্ধার বহু পুণ্যার্থী

রুদ্রপ্রয়াগ, ২ আগস্ট (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের তেহরি গাড়োয়াল ও রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় প্রবল বৃষ্টির জন্য দু''দিনের জন্য কেদারনাথ যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি অভিনব কুমার জানিয়েছে, গতকাল সকাল পর্যন্ত কেদরানাথে আটকে ছিলেন প্রায় এক হাজার মানুষ। পায়ে হেঁটে যাওয়ার পথে আটকে পড়েছিলেন আরও ৮০০ জন। তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এই কাজে বায়ুসেনা এবং বেসরকারি হেলিকপ্টারের সাহায্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। যমুনোত্রী ও কেদারনাথের ট্রেক রুটে তীর্থযাত্রীদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।এনডিআরএফ-এর ১২ এবং এসডিআরএফ-এর ৬০টি দল রাজ্যে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে। উত্তরাখণ্ডে আগামী ৪৮ ঘন্টার জন্য ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ-কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কেদারনাথ যাওয়ার পথে ভীমবলীতে বুধবার মেঘভাঙা বৃষ্টি আর ধসের কারণে আটকে পড়েছিলেন বহু পুণ্যার্থী। আটকে থাকা পুণ্যার্থীদের হেলিকপ্টারে করে উদ্ধার করে সোনপ্রয়াগে নিয়ে যাওয়া হয়। এখনও যে সব পুণ্যার্থী আটকে রয়েছেন, তাঁদের উদ্ধারের কাজ চলছে।

স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার : ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.) : নিট-ইউজি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান শুক্রবার এক্স-এ লিখেছেন, 'স্বচ্ছ এবং ত্রুটিমুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার।'ধর্মেন্দ্র প্রধান আরও জানিয়েছেন, 'স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য আমরা বিশেষজ্ঞদের উচ্চ-পর্যায়ের কমিটির সুপারিশগুলি জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বাস্তবায়ন করব। ন্যায়বিচার প্রদান এবং লক্ষাধিক পরিশ্রমী শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য আমরা সর্বান্তকরণে সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায় অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করব।'

পাটনা ও হাজারীবাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল নিট ইউজি-র প্রশ্নপত্র ফাঁস, পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.) : পাটনা ও হাজারীবাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল নিট ইউজি-র প্রশ্নপত্র ফাঁস, এমনটাই পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, নিট ইউজি-২০২৪ পরীক্ষার পেপার ফাঁসের ক্ষেত্রে কোনও পদ্ধতিগত লঙ্ঘন ছিল না। সুপ্রিম কোর্ট এদিন বলেছে, পরীক্ষা ব্যবস্থার সাইবার নিরাপত্তায় সম্ভাব্য দুর্বলতাগুলি শনাক্ত করতে এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য ''এসওপি'' প্রণয়ন করার কথা বিবেচনা করবে কেন্দ্র দ্বারা গঠিত কমিটি। পরীক্ষার্থীদের পরিচয় যাচাইয়ের প্রক্রিয়াগুলি যাতে আরও পোক্ত হয় এবং পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির সিসিটিভি পর্যবেক্ষণ যাতে নিশ্ছিদ্র হয়, সেটাও দেখতে হবে এই কমিটিকে। সুপ্রিম কোর্ট রায়ে বলেছে, তারা এনটিএগুলির কাঠামোগত প্রক্রিয়ার সমস্ত ঘাটতিগুলি তুলে ধরেছে। শীর্ষ আদালত বলে, যে যে সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে তা এই বছরই কেন্দ্রকে সংশোধন করতে হবে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না হয় ।আইনজীবী শ্বেতাঙ্ক সৈলাকওয়াল বলেছেন 'সুপ্রিম কোর্ট পেপার ফাঁস সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশিকা দিয়েছে। শীর্ষ আদালত হাজারীবাগ এবং পাটনায় ঘটে যাওয়া পেপার ফাঁসের বিষয়টি উল্লেখ করেছে এবং একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট কমিটিকে সেই সমস্ত পয়েন্ট অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। যার রায়ে বলা হয়েছে, কাগজে-কলমে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে হবে এবং কমিটিকে দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছে, যা কিছু সময় বাড়ানো হয়েছে।'

বৃষ্টির মধ্যেই বিপত্তি; মহারাষ্ট্রের থানে-তে ভেঙে পড়ল হোর্ডিং, কেউ হতাহত হননি

থানে, ২ আগস্ট (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে ফের হোর্ডিং আতঙ্ক! এবার ঘটনাস্থলে মহারাষ্ট্রের থানে জেলার কল্যাণ। শুক্রবার সকালে বৃষ্টির মধ্যেই কল্যাণের সহজানন্দ চকে একটি বিশালাকার কাঠের হোর্ডিং ভেঙে পড়ে। সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। শুধু নীচে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরবাইক ও অটো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হোর্ডিং ভেঙে পড়ার পর ঘটনস্থলে ভিড় জমে যায়।চলতি বছরের মে মাসে মুম্বইয়ে ভেঙে পড়েছিল একটি বিশালাকার হোর্ডিং। সেই ঘটনায় অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এরপরও শিক্ষা হল প্রশাসনের। ঘড়ির কাঁটায় সকাল তখন ১০.১৮ মিনিট, কল্যাণের সহজানন্দ চকে একটি বিশালাকার কাঠের হোর্ডিং ভেঙে পড়ে। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল, নীচেই দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকটি বাইক ও অটো। কয়েকটি বাহন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, কেউ হতাহত হননি।

প্রবল বৃষ্টিতে দুর্য্যোগ দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, কপিল মুনি আশ্রম এলাকা জলমগ্ন

গঙ্গাসাগর, ২ আগস্ট (হি.স.) : ঘূর্ণাবর্ত ও মৌসুমী অক্ষরেখার জোড়া ফলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দুর্য্যোগ অব্যাহত। জয়নগর থেকে কাকদ্বীপ, ক্যানিং থেকে নামখানা সর্বত্রই ভারী বৃষ্টি হয়েছে। টানা ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে জেলার একাধিক এলাকা। গঙ্গাসাগরের কপিল মুনি আশ্রমের চারপাশ জল থৈ থৈ। চারিদিকে প্রায় হাঁটু সমান জল জমে গিয়েছে।একদিকে জলোচ্ছ্বাসের জেরে সাগরতটজুড়ে ভাঙন অব্যাহত। অন্যদিকে সাগরমেলার মাঠ পুরোপুরি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। শুক্রবার সকালে দেখা যায়, চারিদিকে শুধু জল আর জল। এছাড়া সুন্দরবনের নীচু এলাকাতে জল জমেছে। গতকাল রাতে বৃষ্টি কিছুটা কমলেও সকাল থেকে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হয়। সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ জেলাজুড়ে।

হুমকি মেল দিল্লির স্কুলে, জোরদার তল্লাশিতেও কিছু পেল না পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণ গ্রেটার কৈলাশ এলাকায় ইমেলের মাধ্যমে হুমকি পেল একটি স্কুল। এই হুমকির জেরে স্কুলে বোমাতঙ্ক তৈরি হয়। স্কুলের ইমেলে বোমা হুমকি দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। ইমেলে বলা হয়, গতকাল স্কুলে একটা বোমা রাখা হয়েছে। যদিও পুলিশ তল্লাশি চালানোর পর কোনও বোমা খুঁজে পায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, হুমকি ইমেলের প্রেক্ষিতে স্কুলে জোরদার তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু, কিছুই পাওয়া যায়নি। দিল্লির সামার ফিল্ডস স্কুলের প্রিন্সিপাল শালিনী আগরওয়াল বলেছেন, 'আমরা গভীর রাতে একটি ইমেল পেয়েছি, এরই প্রেক্ষিতে শুক্রবার সকালে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। আমরা ইমেল পাওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে শিক্ষার্থীদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি এবং আমরা পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই - তাঁরা দুর্দান্তভাবে আমাদের পাশে ছিলেন।'

দেশের দুর্ভাগ্য যে রাহুল লোকসভার বিরোধী দলনেতা: গিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি. স.): অধিবেশন চলাকালীন সংসদের ভিতরে-বাইরে ''মিথ্যা'' ছড়াচ্ছেন রাহুল গান্ধী। শুক্রবার বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি আরও বললেন, দেশের দুর্ভাগ্য যে রাহুল গান্ধী লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তিনি এও বলেন, যে ব্যক্তি সংবিধান নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতেন, সেই ব্যক্তিই এখন সংবিধান ধ্বংসের কাজ করছেন। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কংগ্রেস সাংসদ নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি পোস্ট করে জানান, সংসদে তাঁর করা ''চক্রব্যূহ'' মন্তব্যে ভালো চোখে দেখেনি সরকার। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চালানোর পরিকল্পনা করছে ইডি। রাহুল এও দাবি করেন, তদন্তকারী সংস্থার ''ভিতরের লোক''—ই তাঁকে এই খবর দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতার ঠেস, আমি দু হাত খুলে চা-বিস্কুট নিয়ে অপেক্ষা করব ইডি—র জন্য।

পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষের জীবন অত্যন্ত কঠিন : কঙ্গনা রানাউত

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশের শিমলা, কুল্লু ও মান্ডি। মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, বহু মানুষের খোঁজ পাওয়া যায়নি শুক্রবার সকাল পর্যন্ত। হিমাচলে প্রকৃতির রোষে মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করলেন মান্ডির সাংসদ কঙ্গনা রানাউত। তাঁর কথায়, পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষের জীবন অত্যন্ত কঠিন।কঙ্গনা রানাউত শুক্রবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, আমাদের সকলের জন্য এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষের জীবন কঠিন। প্রতি বছর এই ধরনের ট্র্যাজেডি আসে এবং হিমাচল প্রদেশের মানুষের জনজীবন ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমস্ত কিছুর জন্য রিপোর্ট নিয়েছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন, ত্রাণ তহবিলের মাধ্যমে আরও সহায়তা দেওয়া হবে। এখানে আমার কাজ শেষ হওয়ার পর, আমি হিমাচল পরিদর্শন করব, কঠিন সময়ে

পৃথক দুইটি অভিযানে অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং গাঁজা পাচার রুখতে সমর্থ্য বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। কৈলাসহরে আরেকটি অনুপ্রবেশের বিড ব্যর্থ হয়েছে এবং বিএসএফ কর্তৃক সোনামুড়ায় মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে, চার রাউন্ড গুলি করা হয়েছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে ফের অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে সক্ষম হলো বিএসএফ। টিলাবাজার বিওপি এলাকার কাঁটাতারের বেড়ার সামনে থেকে ১৫- ২০ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর গতিবেধি লক্ষ্য করে বিএসএফ জওয়ানরা। তাদের থামার জন্য বিএসএফ জওয়ানরা নির্দেশ দিলে অনুপ্রবেশকারীরা তা মানতে নারাজ। জোরপূর্বক সীমান্ত বেড়া অতিক্রম করার চেষ্টা করে তারা। তাদের রুখতে জওয়ানরা প্রথমে গ্রেনেড ছুঁড়ে, পরে অনুপ্রবেশকারীরা জওয়ানদের উপর আক্রমণ চালালে বিএসএফ এক রাউন্ডগুলি ছুঁড়ে। এতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা পুনরায় বাংলাদেশী ভূখণ্ডে ফিরে যায়। ঘটনায় একটি দা এবং ছুরি উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবারেই সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে সোনামুড়া বিওপি এলাকায় পাচারকারীদের রুখে গাঁজা বাজার বন্ধে সমর্থ্য হয় বিএসএফ জওয়ান। পাচারকারীরা বিএসএফের গতিবিধি লক্ষ্য করে তাদের উপর আক্রমণ চালালে প্রাণ রক্ষার্থে বিএসএফ জওয়ানরা দুই রাউন্ড গুলি চালায়। এতে পাচারকারীরা বাংলাদেশের দিকে ফিরে যায়। তল্লাশিতে বিপুল পরিমান গাঁজা উদ্ধার করেছে বিএসএফ।

বাস থেকে গ্রেফতার ৭ বাংলাদেশী নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২ আগস্ট: গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পানিসাগর থানার পুলিশ আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পানিসাগর নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে আগরতলা থেকে গৌহাটিগামী এএস০১-এলসি-১৪১২ নম্বরের একটি বাস গাড়ি থেকে সন্দেহভাজন সাতজনকে আটক করে নিয়ে আসে পানিসাগর পুলিশের হেফাজতে। পরবর্তীতে তাদের জোর জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে এরা সকলেই পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাসিন্দা। এরা বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশ থেকে আখাউড়া হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে অবৈধভাবে প্রবেশ করে এবং গতকাল দূরপাল্লার বাস গাড়িতে করে গৌহাটি হয়ে ভারতবর্ষের মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। ধৃতদের মধ্যে দুই জন তৃতীয় লিঙ্গের। বাকি পাঁচ জন তৃতীয় লিঙ্গের বেশ ভূষা লাগিয়ে নিজেদের তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে নিজেদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতো। এরা হলেন মাহি (১৭)ওরফে বাহার হুসেইন,বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। সাদ্দাম, বাড়ি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায়, আবিদ হাসান(১৮), বাড়ি বাংলাদেশের ভোলা বরিশাল জেলায়। শুভ দাস(১৬) বাড়ি বাংলাদেশের সাবার জেলায়, মুন্নি দাস(১৮) ওরফে কালী,বাড়ি বাংলাদেশের নাটোর জেলায়। বিল্লাল হুসেইন(২২) বাড়ি বাংলাদেশের গাজিপুর জেলায় এবং মো: টগর হুসেইন(১৬) বাড়ি বাংলাদেশের জশোর জেলায়। ওদের প্রত্যেকেরই আরেকটি করে নাম রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় আটককৃত সাত জনের মধ্যে তিন জন নবাগত। বাকি চারজন বিগত বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের মুম্বাই সহ বিভিন্ন শহরে বসবাস করতো। এদের আসল উদ্দেশ্যই হলো তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে টাকা পয়সা রোজগার করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করা।

আত্মহত্যা ১৫ বছরের নাবালকের

● প্রথম পাতার পর

বেধড়ক মারধর করে। তাতে তুষারের বুকে গুরুতর আঘাত লাগে। বাড়িতে এসে তার বাবাকে গোটা ঘটনা খুলে বলে। তুষার তার বাবাকে তার অপমানের বিচার চাইতে বলে। তুষারের বাবা বলেন আগে তুষারকে সুস্থ করা হোক তারপর মেয়ের বাড়িতে গিয়ে কথা বলবেন তিনি। কিন্তু ১৫ বছরের নাবালক রাগে অপমানে বিষ পান করে বলে অভিযোগ তার বাবার। তুষার তার বাবাকে জানায় সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে সে বিষ পান করেছে। ২৫ জুলাই তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার তার মৃত্যু হয়। তুষারের এই অকাল মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তার পরিবার-পরিজনেরা। ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেছেন তুষারের বাবা। তুষারের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের উপযুক্ত শাস্তি হোক দাবি পরিবারের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য নিবাহী সদস্যের উপস্থিতিতে বিশেষ প্রস্তুতি মিটিং অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: শুক্রবার খুমুলুঙে প্রধান প্রশাসনিক ভবনের মিলনায়তনে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য নিবাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ার উপস্থিতিতে বিশেষ প্রস্তুতি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতি মিটিং এ চারটি প্রোগ্রাম করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।উল্লেখ্য চারটি প্রোগ্রামগুলি হল ১) ৯ আগষ্ট ওয়াল্ড ইনডিজিনাশ ডে ২) ১৫ ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস ৩) ১৯ আগষ্ট মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিন ৪) ২৩ আগষ্ট এডিসির ফাউনডেশন ডে। মিটিং এ আলোচনা প্রসঙ্গে মুখ্য নিবাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া উল্লেখিত প্রোগ্রামগুলিকে সাফল্য মন্ডিত করার লক্ষ্যে যত্নবান হয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য পরামর্শ দেন। প্রস্তুতি মিটিং উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের নিবাহী সদস্য কমল কলই, তথ্য সংস্কতি দপ্তরের নিবাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা, সমাজ সেবী লেমন দেববর্মা, অতিরিক্ত মুখ্য নিবাহী, আধিকারিক মুসলিম উদ্দিন আহমেদ, প্রশাসনিক আধিকারিক প্রদ্বীপ দেববর্মা, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগন ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগন।

এক দিবসীয় সর্বজনীন ধান বপন অনুষ্ঠান আয়োজিত বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ আগষ্ট: শুক্রবার সকালে বিশালগড় কৃষি মহকুমার উদ্যোগে আমন মৌসুমের রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে চলমান মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামকে সাফল্য মন্ডিত করতে এক দিনের কমিউনিটি ট্রান্সপ্লেন্টিং অথবা সর্বজনীন ধান বপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের নিয়ম অনুযায়ী ২০ দিনের কম বয়সী চারা, সারিবদ্ধভাবে ধানের চারা লাগানো, প্রতি গোছাতে একটি থেকে দুটি ধানের চারা দেওয়া, জমি তৈরির সময় জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ, ধানের চারা শোধন, এবং আগামী ১০০ দিনে কি কি করতে হবে তার উপর কৃষকের মাঠেই আলোচনা এবং হাতে কলমে দেখানো হয়। বিশালগড় পুর পরিষদের অধীনে বিশালগড় বাই পাসের পাশে এই অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা অতসী দাস,জয়েন্ট ডিরেক্টর এগ্রিকালচার উত্তম সাহা, ডেপুটি ডিরেক্টর সিপাহিজলা জেলা বিমল দাস, কৃষি সুপার হিমানিস লস্কর , সেক্টর অফিসার প্রবীর দত্ত সহ দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরা। এই অনুষ্ঠানে মোট ১৫ হেক্টর তথা ৩০ কানির বেশি জমিতে আধুনিক এমআইসিএমপি পদ্ধতিতে ধান রোপন করা হচ্ছে। প্রবল বৃষ্টির দিনেও এই অনুষ্ঠানে বিধায়ক সহ দপ্তরের আধিকারিক কর্মীগণ কৃষকের জমিতে নেমে ধান রোপন নিয়ে অত্র অঞ্চলের কৃষকের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। কৃষি গবেষকরা পেয়েছেন যে এই পদ্ধতিতে ধান রোপনের ফলে কানি প্রতি ২ মন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এই লক্ষ্যে কৃষি দপ্তর ঝাপিয়ে পড়েছে মাঠে।

মুহুরী ও লাউগাং নদী

● প্রথম পাতার পর

পড়ে বেশ কয়েকটি রাস্তা আটকে গেছে। সাব্রুম শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে ১৬ জন সদস্য। প্রসঙ্গত, গত দুদিন ধরে চলছে মুষলধারে বৃষ্টি। আর এই ভারী বর্ষণের ফলে নাজেহাল জনজীবন। ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়েছে কৃষি জমি, মানুষের বাড়িঘর এবং রাস্তাঘাট। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন স্থানে, বিলোনিয়া মহকুমার পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন উত্তর কলাবাড়িয়া এলাকার বাসিন্দা রতন লাল দাসের বাড়িতে ঘরের উপর উঁচু টিলা থেকে মাটির ধ্বস পড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারটি এখন সরকারি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন। এছাড়া মহকুমার বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় মাটির ধস এবং গাছ পড়ে মানুষের বাড়ি ঘরে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে বিলোনিয়া মহকুমার ছয়ঘরিয়া চৌদ্দ দেবতা মন্দিরের সামনে রাস্তায় বড় ধ্বস পরে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে যানবাহন আটকে থাকতে হয়েছে, এর ফলে রোগী নিয়ে আসা অ্যাম্বুলেন্স গাড়িও আটকে পড়ে রাস্তায়। এরমধ্যে বিলোনিয়া মুহুরী নদীর জল স্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় আতঙ্কে রয়েছে বিলোনিয়া শহর এলাকার জনগণ। যেকোন সময় মুহুরী নদীর জল প্রবেশ করতে পারে বিলোনিয়া শহরে। এর ফলে গোটা শহর জলমগ্ন হয়ে পরবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ভারী বৃষ্টিপাতে দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া মহকুমা ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।যেখানে সাব্রুম এবং বাগাফাতে যথাক্রমে ১৫২ মিমি এবং ৮০ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভারি বর্ষণে মুহুরী ও লাওগাং নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে, মুহুরীর জলস্তর ২৬.৬০ মিটার, যা ২৩.৪০ মিটারের প্রত্যাশিত বিপদসীমার ওপর উঠে গেছে। এদিকে লাওগাং নদী ২৪.৫০ মিটার, যা ২৪ মিটার বিপদসীমার কাছাকাছি। তিনি আরও বলেন, জনগণকে আতঙ্কিত না হতে। কারণ, ইতিমধ্যেই আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সতর্কতামূলক স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য মাইকিং শুরু হয়েছে। বিলোনিয়া ও শান্তিরবাজার শহর এলাকা থেকে পরিবারগুলোকে স্থানান্তরের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজস্ব দপ্তরের সচিব এবং মৌসম বিভাগের (আইএমডি) কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, টানা বর্ষণে গাছ পড়ে যাওয়ায় অবরুদ্ধ রাস্তাগুলো পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত রয়েছে। তাছাড়া, আপদা মিত্রর, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স, টিএসআর, টিএসইসিএল কর্মীরা প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান তিনি।

রাজ্যপালের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

একটি অবস্তুগত সম্পদ কারণ এটি ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং সামাজিক রূপান্তরের পাশাপাশি উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হিসেবে এই সংস্কার প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার জন্য তিনি রাজ্যপালদের প্রতি আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত সরকার দরিদ্র, সীমান্ত অঞ্চল, বঞ্চিত অংশ ও অঞ্চল এবং উন্নয়ন যাত্রায় পিছিয়ে পড়াদের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আমাদের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ তফসিলি ও আদিবাসী অঞ্চলে বাস করে বলে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন এবং রাজ্যপালদের এই অঞ্চলের জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনের পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, যুব শক্তিকে ইতিবাচক ও গঠনমূলক কাজে রূপান্তরিত করা গেলে 'যুব উন্নয়ন' ও 'যুব-নেতৃত্ব বিকাশ' আরও গতি পাবে। 'মেরা ইন্ডিয়া' অভিযান এই উদ্দেশ্যে একটি সুচিন্তিত ব্যবস্থা প্রদান করে। তিনি বলেন, রাজ্যপালদের উচিত এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের উৎসাহিত করা, যাতে আরও বেশি করে যুবসম্প্রদায় উপকৃত হতে পারেন। 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' অভিযানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর ফলে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মানুষ একে অপরকে বোঝার ও সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন। ঐক্যের ভাবনাকে আরও জোরদার করে তুলতে রাজ্যপালদের ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। রাজ্যপালরা 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানকে বড় আকারে গণআন্দোলনে পরিণত করে এই অভিযানে অবদান রাখতে পারেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রাকৃতিক চাষের প্রচারের মাধ্যমে আমরা মাটির উর্বরতা এবং কৃষকদের আয় বাড়াতে পারি। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক চাষের প্রসারে রাজভবন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। সকল রাজ্যপাল তাদের শপথ অনুযায়ী জনগণের সেবা ও কল্যাণে অবদান অব্যাহত রাখবেন বলে রাষ্ট্রপতি এদিন দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেন। সম্মেলনে পৃথক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে যেখানে রাজ্যপালদের উপ-গোষ্ঠীগুলি প্রতিটি এজেন্ডা আইটেম নিয়ে আলোচনা করবে। রাজ্যপাল ছাড়াও এই অধিবেশনগুলিতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। আগামীকাল (৩রা আগস্ট ২০২৪) সমাপনী অধিবেশনে উপ-গোষ্ঠীগুলির মন্তব্য ও পরামর্শ রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করা হবে।

ভোক্তাদের সচেতনতা ঃ বিদ্যালয়ে কনজিউমার ক্লাব গঠন খাদ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: ভোক্তাদের সচেতন করতে ১০০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে কনজিউমার ক্লাব গঠন করবে রাজ্য সরকার। শুক্রবার এডিনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কনজিউমার ক্লাবের শুভ সূচনা করে বলেন খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়।এবার কনজিউমার ক্লাব গঠন করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের এবং সবার মধ্যে জনসচেতনতা তৈরি করার পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এর মূল লক্ষ্য। তাই প্রাথমিকভাবে ১০০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে এবং ১৮টি ইউনিভার্সিটি ও কলেজের মধ্যে কনজিউমার ক্লাব গঠন করা হবে। শুক্রবার এডিনগর বিদ্যালয়ে কনজিউমার ক্লাবের শুভ সূচনা করে একথা বলেন খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর সহযোগিতায় এ.ডি. নগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কনজিউমার ক্লাব গঠনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা ছাড়াও সদর মহকুমা শাসক, অন্যান্য আধিকারিক, বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

লংতরাইভ্যালি মহকুমায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ২ আগষ্ট: শুক্রবার ধলাই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে লংতরাইভ্যালি মহকুমার অন্তর্গত মনুঘাট টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় ধলাই জেলা ভিত্তিক বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য সঞ্জয় দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা চন্দন সরকার, মনু ব্লকের বিডিও বিজিত দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মঞ্চে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণ করেন এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা। বৃষ্টি উপেক্ষা করে এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত জেলা ভিত্তিক বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়।

তামাক বিষয়ক সচেতনামূলক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা এবং নগর উন্নয়ন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি তামাক বিষয়ক একদিনের এক সচেতনামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর নগর উন্নয়ন দপ্তরের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই কর্মশালায় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের অধিকর্তা রজত পন্থ, যুগ্ম অধিকর্তা পিংকু দেববর্মা, ভলান্টারী হেলথ এসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সুজিত ঘোষ, টেকনিক্যাল পার্সন হিসেবে সেশনে উপস্থিত ছিলেন ভাইটাল স্ট্রাটেজিস সাউথ এশিয়ার তামাক নিয়ন্ত্রণের সহ অধিকর্তা ডক্টর অমিত কুমার যাদব সহ জল বোর্ড, প্রকৌশলী দপ্তর এবং শহর পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মীরা। এদিনের অনুষ্ঠানের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল তামাক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, কি করে অফিসকে তামাকমুক্ত রাখা যায় এবং তামাক আমাদের জীবনে কি কি ক্ষতি করে। দপ্তরের অধিকর্তা রজত পন্থ সবিস্তারে আলোচনা করে সবার সহযোগিতার মাধ্যমে তামাকমুক্ত অফিসের পরিবেশ গড়ে তোলার গুরুত্বারোপ করেন।পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অফিসকে তামাকমুক্ত করার জন্যও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ধারালো দা নিয়ে পুলিশের সামনেই ডিসিএমকে আক্রমনের অভিযোগ। সরকারি দখলকৃত জমি উচ্ছেদে গিয়ে স্থানীয় নির্মল মালাকারের আক্রমনের শিকার কৈলাশহরের ডিসিএম বিশ্বজিৎ দাস। পুলিশের ভুমিকায় ক্ষোভ। অভিযুক্ত পলাতক।

গন্ডাছড়ার অনভিপ্রেত ঘটনা

● প্রথম পাতার পর

রিয়াং-এর বাবা বলেন, তার ছেলে নেশাগ্রস্ত ছিল বলে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল প্রচার করা হয়েছে। পাশাপাশি এদিন শ্রী চৌধুরী গন্ডাছড়ার বীভৎস চেহারা সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন। এদিম তিনি বলেন, ২০ কার্ড এবং ৩০ কার্ড এলাকায় ঢুকতে একের পর এক বীভৎস চেহারা সামনে আসতে থাকে। বসতঘর, দোকানপাট, পোল্ট্রি ফার্ম, গবাদি পশু পুড়িয়ে দিয়েছে দুবৃত্তরা। ওই ঘটনায় ১৬৫টি পরিবার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রায় ৭২টি পরিবার সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। শরনার্থী শিবিরে ওই ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যরা করুণ অবসায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, পাকা ফ্লোরে একটি পাতলা পলিথিন ও একটি বিছানার চাদরে ঘুমিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তারা। পাশাপাশি, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, অন্ততকালের জন্য কেউ শিবিরে আসেন না। কঠিন সময়ে শিবিরে আসতে হয়। কিন্তু শিবির জীবন দীর্ঘায়িত হওয়া কোনোভাবে উচিত নয়। তাই রাজ্য সরকারের নিকট তাঁদের সঠিক ক্ষতিপূরন দিয়ে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, গ্রামে উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, যতদিন তাঁরা বাড়ি মা ফিরছেন ততদিন চিকিৎসা সহ সমস্ত খরচ বহন করা, তদন্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষীদের শাস্তী ব্যবস্থা করা এবং শান্তি সাম্প্রতি বজায় রাখতে প্রসদশন কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন।

জেলায় কমলা সর্তকতা

● প্রথম পাতার পর

৮১ এমএম এবং সোনামুড়ার মোহনবাগে ১০৪ এমএম, খোয়াই জেলায় ৬৩ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ৯৮.২ এমএম। তেমনি, গোমতী জেলায় উদয়পুরে ১৮৮ এমএম, অমরপুরে ১৪৪ এমএম এবং করবুক ৯১.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া ২১৪ এমএম, সাব্রুমে ১৫২ এমএম, বাগাফা ৮০ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ১১ এমএম, কাঞ্চনপুরে ২৭.২ এমএম, কদমতলায় ১২ এমএম এবং নতুনবাজারে ২৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ১৭.৮ এমএম এবং কৈলাসহরে ১০.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় গন্ডাছড়ায় ৬১ এমএম, কমলপুরে ১২.৬ এমএম এবং মনুঘাটে ২৪.৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

রুখতে সমর্থ্য বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

অনুপ্রবেশকারীরা জওয়ানদের উপর আক্রমণ চালালে বিএসএফ এক রাউন্ডগুলি ছুঁড়ে। এতে অনুপ্রবেশকারীরা পুনরায় বাংলাদেশী ভূখণ্ডে ফিরে যায়। ঘটনায় একটি দা এবং ছুরি উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবারেই সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে সোনামুড়া বিওপি এলাকায় পাচারকারীদের রুখে গাঁজা বাজার বন্ধে সমর্থ্য হয় বিএসএফ জওয়ান। পাচারকারীরা বিএসএফের গতিবিধি লক্ষ্য করে তাদের উপর আক্রমণ চালালে প্রাণ রক্ষার্থে বিএসএফ জওয়ানরা দুই রাউন্ড গুলি চালায়। এতে পাচারকারীরা বাংলাদেশের দিকে ফিরে যায়। তল্লাশিতে বিপুল পরিমান গাঁজা উদ্ধার করেছে বিএসএফ।

ভূমিধসে মৃত্যু বেড়ে ৩০৮

● প্রথম পাতার পর

করতে ড্রোনের মাধ্যমেও হচ্ছে নজরদারি। ধস নামার পরে কাদামাটি এবং জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল মুণ্ডাক্কাই এবং চূড়ামালার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সেতুটি। বৃহস্পতিবার দ্রুততার সঙ্গে সেখানে বেইলি ব্রিজ তৈরি করে ফেলেছে সেনাভূমিধসে বিধ্বস্ত কেরলের ওয়ানাড়ে ১০০-র বেশি বাড়ি তৈরি করে দেবে কংগ্রেস পরিবার। আশ্বাস দিলেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল বলেছেন, 'আমি গতকাল থেকে এখানে রয়েছি। ভয়ানক বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার আমরা প্রশাসন এবং পঞ্চায়েতের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছি। তাঁরা আমাদের হতাহতের সংখ্যা, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের সংখ্যা এবং নিজেদের কৌশল সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আমরা বলেছিলাম, আমরা এখানে ১০০-র বেশি বাড়ি তৈরি করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' বৃহস্পতিবার থেকে ওয়ানাড়ে রয়েছেন ওয়ানাড়ের প্রাক্তন সাংসদ রাহুল গান্ধী। সঙ্গে রয়েছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও। ওয়ানাড়ের মেপ্পাডি চুরামালায় জেলা প্রশাসন ও বন আধিকারিকরা তাঁদের সামনে সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির উপর কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের রাজ্যস্তরের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট: প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নত গুণমান সম্পন্ন মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের উপর গুরুত্বরোপ ব্যাঙ্গালোরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ এন্ড নিউরো সায়েন্সের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলের। তারা কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের প্রশিক্ষণ দিলেন। ২ আগস্ট শুক্রবার জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির উপর কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের রাজ্যস্তরের প্রশিক্ষণের সমাপ্তি হলো। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব শ্রী কিরণ গিত্তে। ২৯ জুলাই আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের নিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের উপর চার দিনের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল। ২৯- ৩০ জুলাই এবং ১-২ আগস্ট -এই চার দিন মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে রাজ্যের ৪০০ জন কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কার্যক্রম, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ এন্ড নিউরোসাইন্স (নিমহান্স), ব্যাঙ্গালুরুর গোল্ডমান স্যাক মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রাম এর যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নত করার লক্ষ্যে ব্যাঙ্গালোরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ এন্ড নিউরো সায়েন্সের ৯ জন বিশেষজ্ঞ রিসোর্স পার্সন কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের দক্ষতা এবং জ্ঞান বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দেন। মানসিক স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা সামাজিক, আবেগগত এবং মানসিক সুস্থতার সাথে সম্পর্কিত। দ্রুতগতির জীবনযাত্রা, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ এবং বিভিন্ন সমস্যার কারণে মানসিক চাপ বেড়ে চলেছে। অনেক সময় মানসিক চাপ, জীবনের পরিবর্তন, জৈবিক কারণ বা অন্যান্য কারণে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। উদ্বেগ, বিষন্নতা, দ্বিধাগ্রস্ততা , স্ট্রেস, মাদকাসক্তি মানুশকে গ্রাস করছে। এই পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হল- মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে দূরভাবনা দূর করা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে কথা বলার পরিবেশ তৈরি করা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা, মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ডাঃ ব্রাহ্মিত কউর, রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা প্রফেসের ডাঃ সঞ্জীব দেববর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডিরেক্টর শ্রী রাজীব দত্ত, পরিবার কল্যাণ এবং রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অতিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস, নরসিংগরস্থিত মডার্ন সাইক্র্যাটিক হসপিটাল-এর হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট ডাঃ স্বপন চন্দ্র বর্মন, ব্যাঙ্গালোরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ এন্ড নিউরোসায়েন্সের অধিকর্তা ডাঃ প্রফেসর প্রতিমা মূর্তি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ এন্ড নিউরোসায়েন্স কমিউনিটি সাইকিয়াট্রিক ইউনিটের প্রধান প্রফেসর নাবিন কুমার সি, রাজ্য স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ সোসাইটির সদস্য সচিব ডাঃ নূপুর দেববর্মা, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ উদয়ন মজুমদার সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

জানালেন বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

জল পরিবহন পথকে চালু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ২০২০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বিপ্লব কুমার দেবের প্রচেষ্টার ফলেই বাংলাদেশের দাউদকান্দি থেকে প্রথম ট্রায়াল রান হয় সোনামুড়ায়। দাবিগুলির যৌক্তিকতা মান্যতা দিয়ে দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী দেবকে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানা গেছে।

নোটিশ দিল দপ্তর

● প্রথম পাতার পর

করেন। আজ সকাল ৭টা থেকে পরিদর্শন শুরু হয়। সর্বমোট ৪২টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়। এই ৪২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, উভয় ধরনের বিদ্যালয়ই ছিল। কাজে গাফিলতির জন্য ২৭ জন কে কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করল বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। তার মধ্যে রয়েছেন আইএস সহ ২৭ জন শিক্ষক। পরিদর্শনকালে প্রতিটি বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির সময় এবং উপস্থিতির হার, শ্রেণিকক্ষে পঠন পাঠন, মিড ডে মিল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো খুঁটিয়ে দেখা হয়। পরিদর্শনকালে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়নি। কচিকাঁচাদের ক্লাসরুমের পাশাপাশি উঁচু ক্লাসের ক্ষেত্রেও শ্রেণি উপযোগী পাঠদানের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়। পাঠদানের ক্ষেত্রে টি এল এম ব্যাবহার করা হচ্ছে কিনা, টিচার্স ডায়েরি বা পাঠ পরিকল্পনার ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করা হয়। মিড ডে মিল ব্যবস্থাপনায় কিছু কিছু বিদ্যালয়ে গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। দেখা গেছে কিছু কিছু বিদ্যালয়ে চাল সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণে কর্তৃপক্ষের আরও আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। সার্বিকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে, কিছু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। আজকের এই পরিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা দপ্তর থেকে মোট ২৭টি কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। পরিদর্শন শেষে অধিকর্তা সহ অফিসাররা গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিকের অফিসের অফিসার ও কর্মীবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত সমস্যাগুলো নিরসনে কী কী পদক্ষেপ করা প্রয়োজন, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জানা গেছে যে আগামী দিনেও দপ্তরের পক্ষ থেকে এধরনের পদক্ষেপ জারি থাকবে। বিদ্যালয় পরিদর্শক এমনকি জেলা শিক্ষা আধিকারিকদেরকেও আগামী দিনে সরাসরি প্রতিটি স্কুলের প্রতিটি সমস্যা সমাধানে আরও বেশী উদ্যোগী হতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিদর্শক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের আধিকারিকদের নিজস্ব দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব কোনো ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকর্তা শ্রী শর্মা দপ্তরের পক্ষ থেকে সতর্ক করে দেন।

অতর্কিত হামলা গ্রেপ্তার ২

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত অবস্থায় থাকা তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অফিসার মনোজিৎ দেববর্মার সঙ্গে অহেতুক ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। বারবার পুলিশ ওই দুই ব্যক্তিকে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেও ওই দুই ব্যক্তি রীতিমতো ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন এবং পুলিশ অফিসার মনোজিৎ দেববর্মার উপর অতর্কিতে হামলা করেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত অবস্থায় থাকা কনস্টেবল রফিক মিয়া ওই দুই ব্যক্তিকে থামানোর চেষ্টা করলে কনস্টেবল রফিক মিয়ার মুখেও সজোরে আঘাত করে ওই দুই ব্যক্তি। ওই ঘটনার পর তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ পার্থসারথী দেববর্মা এবং কমলেশ দেববর্মা নামের ওই দুই ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি রাজিব দেবনাথ সংবাদ মাধ্যমকে জানায়, পার্থসারথী দেববর্মা এবং কমলেশ দেববর্মার বিরুদ্ধে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ায় অপরাধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হবে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ।

ভারতীয় টাউট আটক

● প্রথম পাতার পর

মারফতে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে রাজ্যে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ এর ঘটনা নিত্যদিনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল আগরতলা রেলস্টেশন থেকে ছয়জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং দুইজন ভারতীয় টাউটকে গ্রেফতার করেছে। জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে বাংলাদেশি নাগরিক বহিঃরাজ্যের উদ্দেশে রওয়না দেবেন। সেই খবরের ভিত্তিতে রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে জিআরপি। সে সময় পুলিশ সন্দেহভাজন আটজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে তারা ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

ক্রীড়াঙ্গন

ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সচিব রূপক সাহা সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হলো ক্রীড়া সংগঠক রূপক সাহাকে। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে। ভারতের বৃহত্তম ফুটবল ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলে আজ, শুক্রবার তিনি আগরতলায় আসেন। রাজ্য ক্রীড়া জগতে বিশেষ করে ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব রূপক সাহা এত বড় ক্লাবের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বলে রাজ্যবাসী, বিশেষ করে ক্রীড়ামোদী মহলের পাশাপাশি ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবও ভীষণভাবে গর্বিত। শুভেচ্ছা স্মারক স্বরূপ টিএসজেসির পক্ষ থেকে সচিব

অনির্বাণ দেব এবং সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ ওনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অলিম্পিক সফরে এ সময়ে প্যারিসে অবস্থানকারী টিএসজেসি সভাপতি তথা সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের সহ-সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী সুদূর প্যারিস থেকে দূরভাষে টিএসজেসি-র পাশাপাশি এসজেএফআই-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান।

এক্সিকিউটিভ মেম্বার অভিষেক দে এবং অন্যান্যরাও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা পেয়ে বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক রূপক সাহা অত্যন্ত খুশি এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনায় উনি তার সংগঠনিক অভিজ্ঞতার কিছু কথা তুলে ধরেন।

বি-ডিভিশন লীগ ফুটবলে আজ মৌচাক-নবোদয়, স্কাইলার্ক-স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পাওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছে রয়েছে নবোদয় সংঘের। খেলা আগামীকাল। প্রতি পক্ষ মৌচাক ক্লাব। বেলা দুইটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বি-ডিভিশন লীগ ফুটবলের ১৭ তম ম্যাচ। উল্লেখ্য, পরপর চারটি ম্যাচে যথাক্রমে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কাছে তিন গোলে, বীরেন্দ্র ক্লাবের কাছে ১-৬ গোলে, কল্যাণ সমিতির কাছে দুই-পাঁচ গোলে এবং স্কাইলার্কের কাছে ২-৪ গোলে হেরে নবোদয় অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। যদিও মৌচাককে কিন্তু এখনও পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি। প্রথম তিনটি ম্যাচে যথাক্রমে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব, এনএসআরসিসি এবং স্কাইলার্কের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করে চতুর্থ ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছিল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ৩-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে। আগামীকাল অবশ্যই লক্ষ্য রয়েছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার।

আগামীকাল বিকেল চারটায় দিনের দ্বিতীয় খেলায় স্কাইলার্ক খেলবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিরুদ্ধে।

দু-দলের কাছেই এটি পঞ্চম ম্যাচ। স্টাইলার্ক এ পর্যন্ত তিনটি ম্যাচে জয়ী হয়ে একটিতে ড্র করে ১০ পয়েন্ট নিয়ে এককভাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল পরপর তিনটি ম্যাচে জয়ী হলেও চতুর্থ ম্যাচে মৌচাকের কাছে হেরে পয়েন্ট খোয়াতে হয়েছে।

চার ম্যাচ থেকে ৯ পয়েন্ট পেলেও গোল ব্যবধানের নিরিখে পয়েন্ট তালিকায় রয়েছে তৃতীয় শীর্ষে। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ইচ্ছে রয়েছে আগামীকাল জয় ফিরতে।

পয়েন্ট তালিকা : বি ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
স্কাইলার্ক	৪	৩	০	১	৯-৩	১০
কল্যাণ সমিতি	৪	৩	১	০	২৩-৭	০৯
স্পোর্টস স্কুল	৪	৩	১	০	১১-৫	০৯
পুলিশ আর সি	৪	২	১	১	৭-৫	০৭
মৌচাক	৪	১	০	৩	৫-৩	০৬
বীরেন্দ্র ক্লাব	৪	১	৩	০	৯-১৬	০৩
আরসিসি	৪	০	৩	১	১-১৩	০১
নবোদয় সংঘ	৪	০	৪	০	৫-১৮	০০

রাজ্য জুডো আসরের জন্য পশ্চিম জেলার দল ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। অনূর্ধ ১৭ বালক ও বালিকাদের জাতীয় জুডু চ্যাম্পিয়নশিপ এবছর অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যে।তাই জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতার আগে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা। রাজ্যভিত্তিক আসরকে সামনে রেখে পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে শুক্রবার বাধারঘাট দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সের জুডো হলে অনুষ্ঠিত হলো অনূর্ধ ১৪,১৭ ও ১৯ বালক ও বালিকাদের পশ্চিম জেলা ভিত্তিক জুডো প্রতিযোগিতা। তাতে পশ্চিম জেলার তিনটি মহকুমা সদর মোহনপুর ও জিরানিয়া থেকে সব কয়টি বিভাগে মোট ৩৭ জন খেলোয়ার অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে জিরানিয়া থেকে বালক বালিকা উভয় বিভাগে ১৪ জন, সদর থেকে উভয় বিভাগে ১৪ জন এবং মোহনপুর থেকে উভয় বিভাগের ৯ জন খেলোয়াড় পশ্চিম জেলাভিত্তিক আসরে অংশ নেয়। জেলা ভিত্তিক আসর থেকে নির্বাচিত খেলোয়াড়রা আগামী দিন অংশ নেবে রাজ্যভিত্তিক আসরে। এদিনের এই জেলাভিত্তিক আসরকে ঘিরে অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। পশ্চিম জেলার প্রতিযোগিতা শেষে রাজ্যভিত্তিক আসরের জন্য চূড়ান্ত দল গঠন করা হয়। অনূর্ধ১৪ বালক বিভাগে শর্মা দেববর্মা, সম্রাট দেববর্মা, রুদ্ররাজ বাজফোর, জেনাত দেববর্মা, আবির দেবনাথ, দেবপ্রিয় দেব। বালিকা বিভাগে আচিকা চাকমা, খেলি রিয়াং, প্রেলিনা রিয়াং, সারা দেববর্মা, স্মৃতিকা রিয়াং, গায়ত্রী রবিদাস ও ওমেগা মলসুম। অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগে মানু দাস, ঈশান দে, প্রসেনজিৎ দাস, অঙ্গল দেববর্মা, রাকেশ দেববর্মা, রাজবীর দাস। বালিকা বিভাগে মেরিনা দেববর্মা ও হিরালি দেববর্মা। অনূর্ধ ১৯ বালক বিভাগে রিপন সাহা, দীপরাজ দাস ও উত্তম সরকার। বালিকা বিভাগে জুয়েল সিনহা, রুজমি মলসম, রেশমি দাস ও টিনা সাহা। জেলার বালক ও বালিকা বিভাগে প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন যথাক্রমে প্রসেনজিৎ দে ও অঞ্জলি দেববর্মা।

যোগা অ্যাসোসিয়েশন থেকেও রূপক সাহাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক রূপক সাহাকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টায় সংস্থার পক্ষ থেকে ভারতের অন্যতম খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের সচিব হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয়তে শ্রীসাহাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। উল্লেখ্য, রূপক সাহা ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদেও অধিষ্ঠিত রয়েছেন। উল্লেখ্য, বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে যোগা অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা বৃন্দ আসন্ন জাতীয় যোগা প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত বিষয় নিয়েও কিছুক্ষণ আলোচনা করেন।

শুক্রবার অলিম্পিকে ভারতের খেলার সূচি

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি.স.): শুক্রবার ২ আগস্ট প্যারিস অলিম্পিকের সপ্তম দিন ভারতের জন্য একটি ব্যস্ত দিন হতে চলেছে। এই দিন ধীরাজ বোম্মাদেভারা, মনু ভাকের, লক্ষ্য সেনরা অ্যাকশনে ফিরেছেন।তাছাড়া এদিন নামতে চলেছেন আরও অনেক ক্রীড়াবিদ।

প্যারিস অলিম্পিকের সপ্তম দিনের জন্য ভারতের সময়সূচী:

১২.৩০(দুপুর):শুটিং: মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল (নির্ভুলতা) যোগ্যতা - মনু ভাকের, এশা সিংগলফ: পুরুষদের ব্যক্তিগত স্ট্রোকপ্লে - শুভঙ্কর শর্মা, গগনজিৎ ভুল্লার

১.০০(দুপুর):শুটিং: পুরুষদের স্কিটের যোগ্যতা - অনন্তজিৎ সিং নারুকা

১.১৯(দুপুর):তীরন্দাজি: মিক্স টিম রিকার্ভ আর ১৬- অঙ্কিতা ভকত এবং ধীরাজ বোম্মাদেভারা

১.৩০(দুপুর):জুডো: মহিলাদের ৭৮কেজি আর ৩২ - তুলিকা মান

১.৪৮(দুপুর):রোয়িং: পুরুষদের একক স্কালস ফাইনাল - বলরাজ পানওয়ার

২.৩০(দুপুর):জুডো: মহিলাদের ৭৮ কেজি আর ১৬(যোগ্য হলে) - তুলিকা মান

৩.৩০(বিকাল):শুটিং: মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল যোগ্যতা (দ্রুত) - মনু ভাকের, এশা সিংজুডো: মহিলাদের ৭৮কেজি কোয়ার্টার (যোগ্য হলে) তুলিকা মান।

৩.৪৫(বিকাল): পালতোলা: মহিলাদের ডিঙ্গি আইএলসিএ-৬ (রেস ৩ এবং ৪) - নেত্রা কুমানন

৪.৪৫(বিকাল):হকি: পুরুষদের পুল বি - ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

৫.৪৫(বিকাল):তীরন্দাজ: মিক্স টিম রিকার্ভ কোয়ার্টার ফাইনাল (যদি যোগ্যতা থাকে) - অঙ্কিতা ভকত এবং ধীরাজ বোম্মাদেভারা

৬.৩০(সন্ধ্যা):ব্যাডমিন্টন - পুরুষদের একক কোয়ার্টার ফাইনাল - লক্ষ্য সেন

৭.০১(সন্ধ্যা):তীরন্দাজ: মিক্স টিম রিকার্ভ সেমিফাইনাল (যোগ্য হলে) - অঙ্কিতা ভকত এবং ধীরাজ বোম্মাদেভারা

৭.০৫(সন্ধ্যা):সেলিং: পুরুষদের ডিঙ্গি আইএলসিএ-৭ (রেস ৩এবং ৪) - বিষ্ণু সর্বানন

৭.৩০(সন্ধ্যা):জুডো: মহিলাদের ৭৮কেজি রিপেচেজ (যোগ্য হলে) - তুলিকা মানজুডো: মহিলাদের ৭৮কেজি সেমি-ফাইনাল (যোগ্য হলে) - তুলিকা মান।

৭.৪৫(রাত্রি):মেডেল ইভেন্ট:জুডো: মহিলাদের ৭৮কেজি ব্রোঞ্জ পদক ম্যাচ (যোগ্য হলে) - তুলিকা মান

৭.৪৫(রাত্রি):মেডেল ইভেন্ট:তীরন্দাজ: মিক্স টিম রিকার্ভ ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচ (যোগ্য হলে) - অঙ্কিতা ভকত এবং ধীরাজ বোম্মাদেভারা

৮.১৩(রাত্রি): পদক ইভেন্ট:তীরন্দাজ: মিক্স টিম রিকার্ভ গোল্ড মেডেল ম্যাচ (যোগ্য হলে) - অঙ্কিতা ভকত এবং ধীরাজ বোম্মাদেভারা৮.১৫(রাত্রি):মেডেল ইভেন্ট:জুডো: মহিলাদের ৭৮কেজি স্বর্ণপদক ম্যাচ - তুলিকা মান (যোগ্য হলে)

৯.৪০(রাত্রি):অ্যাথলেটিক্স: মহিলাদের ৫০০০ মিটার (রাউন্ড ১) - অঙ্কিতা (এইচ-১), পারুল চৌধুরী (এইচ-২)

১১.৪৫(রাত্রি):অ্যাথলেটিক্স: পুরুষদের শটপুট যোগ্যতা - তাজিন্দরপাল সিং তোর

পার্ক দে প্রিন্সেসের দেওয়াল থেকে স্যুভেনির শপ, মুছে ফেলা হয়েছে মেসি ও এমবাপ্পেদের নাম

প্যারিস, ২ আগস্ট (হি.স.): পার্ক দে প্রিন্সেসের দেওয়াল থেকে স্যুভেনির শপ, সব জায়গা থেকেই মুছে ফেলা হয়েছে মেসি ও এমবাপ্পেদের নাম! এমনকি অফিসিয়াল শপেও নেই মেসি ও এমবাপ্পেদের সিগনেচার করা কোনো জার্সি। অথচ তাদের সেই জার্সি এখনও বিক্রি করে ব্যবসা চালাচ্ছে পিএসজির কর্মকর্তারা।

তবে পার্ক দে প্রিন্সেসের পাশে পিএসজির যে অফিসিয়াল শপ আছে সেখানে ২০২৪-২৫ মরসুমের সব জার্সিই পাওয়া যাচ্ছে। তবে যে তারকাদের জার্সি কিনতে ভিড় জমাতেন ভক্তরা, সেটা আর নেই! আসলে তাদের কাউকেই যে সম্মান দিয়ে ধরে রাখতে পারেনি পিএসজি কর্মকর্তারা।

অলিম্পিকে হাঁটা প্রতিযোগিতায় ৬ কিমি হেঁটেই বসে পড়লেন ভারতের জাতীয় অ্যাথলিট অক্ষদীপ সিংহ

প্যারিস, ২ আগস্ট (হি.স.): ভারতের জাতীয় অ্যাথলিট অক্ষদীপ সিংহ অলিম্পিকে ২০ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় ৬ কিমি গিয়েই বসে পড়েছেন।অলিম্পিকের মতো প্রতিযোগিতা শেষ না করে তার এই আত্মসমর্পণ হাসির খোরাক হয়েছে সকলের কাছে, সেই সঙ্গে সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে জনসমাজের মধ্যে।

বৃহস্পতিবার এই প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ জয়ের মিশনে নেমেছিলেন ৫০ জন অ্যাথলেট। এর মধ্যে ভারতেরই ছিলেন তিনজন। তবে কেউই সাফল্য পাননি। ভারতের বিকাশ ৩০ ও পরমজিৎ ৩৭ নম্বরে থেকে প্রতিযোগিতা শেষ করেছেন। আর জাতীয় স্তরে রেকর্ড গড়া অ্যাথলিট অক্ষদীপ তো ৬ কিলোমিটার হেঁটে গিয়েই বসে পড়েছেন। তিনি দৌড়েছেন মাত্র ২৫ মিনিট!

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 03 August, 2024, Saturday আগরতলা ৩ আগস্ট, ২০২৪ ইং, ■ ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রিয়াদুল জান্নাহ জামে মসজিদের পক্ষ বিধায়ক দীপক মজুমদারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: রামনগরে শুক্রবার রিয়াদুল জান্নাহ জামে মসজিদের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত বিধায়ক দীপক মজুমদারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। রামনগর রোড নং-৪- এর শেষ প্রান্তের রিয়াদুল জান্নাহ জামে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে শুক্রবার রামনগরের নবনির্বাচিত বিধায়ক দীপক মজুমদারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।
উক্ত অনুষ্ঠানে বিধায়ক দীপক মজুমদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর নিবাস দাস, রিয়াদুল জান্নাহ জামে মসজিদ কমিটির ইমাম আব্দুল রহিম সহ অন্যান্যরা। সংবর্ধনা গ্রহণ করে মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার রাজ্যে বর্তমান সরকার অংশের মানুষের কল্যাণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।
রাজ্যে সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রেখে জাতি ধর্ম বর্ণের উর্ধে ওঠে সকল অংশের জনগণকে উন্নয়নমূলক কাজে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

দেশজুড়ে সংযোগ বৃদ্ধি এবং যানজট কমিয়ে আনার জন্য ৮টি গুরুত্বপূর্ণ 'ন্যাশনাল হাইস্পিড করিডোর প্রকল্পে'র অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি শুক্রবার ৮টি গুরুত্বপূর্ণ 'ন্যাশনাল হাইস্পিড করিডোর প্রকল্পে'র অনুমোদন দিয়েছেউ এই সড়কগুলোর মত দৈর্ঘ্য হবে ৯৩৬ কিলোমিটার এবং এর জন্য ব্যয় হবে ৫০ হাজার ৬৫৫ কোটি টাকাউ এই প্রকল্পগুলো রূপায়ণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪ কোটি ৪২ লক্ষ শ্রমদিবসের সৃষ্টি করবে। যানজট কমিয়ে আনার পাশাপাশি দেশজুড়ে সংযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই প্রকল্প বিশেষভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে আছে ছয় লেনের আগ্রা-গোয়ালিয়র জাতীয় হাই-স্পিড করিডোরউ যে করিডোরের ফলে আগ্রা এবং গোয়ালিয়রের মধ্যে ভ্রমণের সময় পঞ্চাশ শতাংশ হ্রাস পাবে। ট্রাফিক ক্ষমতাও অন্তত দুই গুণের বেশি বাড়বেউ এই করিডোরের দৈর্ঘ্য ৮৮ কিলোমিটার। এরপর আছে ৪ লেনের খড়গপুর-মোরগ্রাম জাতীয় উচ্চ গতির করিডোরউ পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনতে এই করিডোর বিশেষ ভূমিকা নেবে। ২৩১ কিলোমিটার এই করিডোর হাইব্রিড অ্যানুইটি মোডে (এইচএএম) গড়ে তোলা হবে, যার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১০,২৪৭ কোটি টাকা। করিডোরটি খড়গপুর এবং মোরগ্রামের মধ্যে যান চলাচলের ক্ষমতা প্রায় ৫ গুণ বাড়াবে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদির মতো রাজ্যগুলি ট্রাফিকের সঙ্গে একটা সুদক্ষ সংযোগ তৈরি হবে। প্রকল্পের মধ্যে আছে ছয় লেনের থারাড়-ডিসা-মেহসানা-আহমেদাবাদ জাতীয় হাই-স্পিড করিডোরউ এর জন্য ব্যয় হবে ১০,৫৩৪ কোটি টাকা। ২১৪ কলোমিটার এই করিডোর অমৃতসর-জামনগর করিডর এবং দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের মধ্যে সংযোগ প্রদান করবে । যার ফলে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং রাজস্থানের শিল্প অঞ্চল থেকে মহারাষ্ট্রের প্রধান বন্দরগুলিতে পণ্যবাহী যানবাহনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ প্রদান করবে। এরপর আছে চার লেনের অযোধ্যা রিং রোড। ৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডোর তৈরীরে ব্যয় হবে ৩,৯৩৫ কোটি টাকা। এই রিং রোড লখনউ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, অযোধ্যা বিমানবন্দর এবং শহরের প্রধান রেল স্টেশনগুলি থেকে আগত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ প্রদান করবে। পঞ্চম স্থানে আছে রায়পুর-রাঁচি জাতীয় উচ্চগতির করিডোরের পাথালগাঁও ও গুমলার মধ্যে চার লেনের অংশ। এর ফলে গুমলা, লোহরদগা, রায়গড়, কোরবা এবং ধানবাদের খনি এলাকা এবং রায়পুর, দুর্গ, কোরবা, বিলাসপুর, বোকারো এবং ধানবাদের শিল্প ও উৎপাদন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পে আছে ৬ লেনের কানপুর রিং রোড। ৪৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রোড তৈরি হলে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পণ্য পরিবহনের জন্য লজিস্টিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া আছে চার লেনের উত্তর গুয়াহাটি বাইপাস এবং বিদ্যমান গুয়াহাটি বাইপাসের প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। ১২১ কিলোমিটার দীর্ঘ গুয়াহাটি রিং রোডকে বিল্ড অপারেট টোল (বিওটি) পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হবে। গুয়াহাটি রিং রোড দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রবেশদ্বার জাতীয় মহাসড়কে চলাচলকারী দূরপাল্লার যানবাহনের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ প্রদান করবে। রিং রোডটি গুয়াহাটির আশেপাশের প্রধান জাতীয় মহাসড়কগুলিতে যানজটকে কমিয়ে আনবেউ যা এই অঞ্চলের প্রধান শহরগুলিকে যেমন, শিলিগুড়ি, শিলচর, শিলং, জোড়হাট, তেজপুর, জোগিগোফা এবং বারপেটাকে সংযুক্ত করবে।
আর আছে, পুনের কাছে ৮ লেনের এলিভেটেড নাসিক ফাটা-খেড করিডোরউ যে প্রকল্পের কাজ শেষ হলে আশেপাশের শিল্প কেন্দ্রগুলি থেকে আসা-যাওয়ার জন্য নির্বিঘ্ন উচ্চ-গতির সংযোগ প্রদান করবে। পুনে এবং নাসিকের মধ্যে করিডোরটি পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ের চারপাশে গুরুতর যানজটও হ্রাস করবে। পরিকাঠামো উন্নয়ন একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তি এবং তার নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকার স্থানীয় যানজট নিরসনে পূর্ববর্তী প্রকল্প-ভিত্তিক উন্নয়ন পদ্ধতির তুলনায় ধারাবাহিক মান, ব্যবহারকারীর সুবিধা এবং লজিস্টিক দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য একটি করিডোর-ভিত্তিক মহাসড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজ্যপাল সম্মেলনে অংশ নিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট : নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে আজ থেকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালদের নিয়ে দু'দিনের সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। সম্মেলনে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগণ ছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান এবং সিইও, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।
রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এই সম্মেলনে সম্প্রতি চালু হওয়া তিনটি আইন, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের সংস্কার, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বীকৃতি, অ্যাসপিরেশনাল জেলা, অ্যাসপিরেশনাল ব্লক, সীমান্ত এলাকা, জনজাতি এলাকাগুলির উন্নয়ন, আমার ভারত, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এবং এক বৃক্ষ মা কে নাম প্রভৃতি প্রচারে রাজ্যপালগণের ভূমিকা, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধনে রাজ্যপালগণের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নজরুল কলাক্ষেত্রের পরিকাঠামোগত বিষয় খতিয়ে দেখলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: শুক্রবার আগরতলা নজরুল কলাক্ষেত্র পরিদর্শন করলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা এবং রাজ্য কালচারেল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।
নজরুল কলাক্ষেত্র সংস্কৃতির অন্যতম পিঠস্থান হিসেবে পরিচিত। তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে এই কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়। নজরুল কলাক্ষেত্রের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা সহ কালচারাল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা কেন্দ্রটি শুক্রবার পরিদর্শন করেন।
পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বলেন এখানে পরিকাঠামোগত কোন সমস্যা রয়েছে কিনা তা সরজমিনে খতিয়ে দেখতেই এই সফল। কোথাও পরিকাঠামগত কোন ঘাটতি থাকলে তা কিভাবে পূরণ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

জাল পিআরটিসি বের করে চাকুরী হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বহি রাজ্যের যুবকরা, প্রতিবাদে সরব কনস্টেবল পদে পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: জাল পিআরটিসি বের করে চাকুরী হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বহি:রাজ্যের যুবকরা। এমনটাই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে এসএসসি জিডি কনস্টেবল পদে পরীক্ষায় সামিল হতে অর্থের বিনিময়ে জাল পিআরটিসি বের করে নিচ্ছে বহি:রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা। ফলে রাজ্যে পরীক্ষার্থী বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। চলতি মাসেই কনস্টেবল পদে শারিরীক এবং মৌখিক পরীক্ষা হতে চলেছে। তাই এরই প্রতিবাদে আজ বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তারা। পাশাপাশি তারা এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নিকট আবেদন করেন।
রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, গত ২০২১-২২ সালের এসএসসি জিডি কনস্টেবল পদে পরীক্ষায় সামিল হতে অর্থের বিনিময়ে জাল পিআরটিসি বের করে নিচ্ছে বহি:রাজ্যের যুবকরা। এমনটাই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে এসএসসি জিডি কনস্টেবল পদে পরীক্ষায় সামিল হতে অর্থের বিনিময়ে জাল পিআরটিসি বের করে নিচ্ছে বহি:রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা। ফলে রাজ্যে পরীক্ষার্থী বঞ্চনার শিকার

প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে লোকজনের সাহায্যার্থে মাঠে নামলো বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ আগস্ট: প্রবল বৃষ্টিতে শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন হয়ে দিশেহারা হয়ে পরছে সাধারন লোকজনেরা। বিশেষ করে শান্তিরবাজার পৌর এলাকায় জমি মাফিয়া থেকে শুরু করে অনেক লোকজন প্রসাশনিক অনুমোদন ছাড়া ও প্রসাশনিক নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করেই বিভিন্ন জায়গায় মাটিভরাট করার ফলে আজকের দিনে কষ্টের সন্মুখীন হতে হচ্ছে সাধারণ লোকজনদের। আজকে সাধারণ লোকজনের কষ্টের দিনে শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ইমারজেন্সি পরিষেবা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পরেছে বলে অভিযোগ। মহকুমার শাসকের ব্যার্থতায় অবশেষে লোকজনের সাহায্যার্থে মাঠে নামলো বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং,বিজেপি জনজাতি মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্য রামবাবু রিয়াং এবং কৃষাণ মোর্চার দক্ষিণ জেলার সভাপতি সত্যব্রত সাহা। উনারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করে রাস্তা সকলের জন্য চলাচলযোগ্য করে দিলেন। শান্তির বাজার মহকুমা বিভিন্ন জায়গায় শরণার্থী উঠেছে বলে খবর পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা বাড়িঘর জলের তলায়। অনেক জায়গায় জলমগ্ন হবার ফলে লোকজনেরা গৃহবন্দী হয়ে হয়েছে। শান্তির বাজার পৌর পরিষদের কার্যালয় জলমগ্ন হয়ে পরছে। বর্তমান সময়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় সড়কে ও বগাফা রোড এলাকায় জল উঠতে শুরু করেছে। এইভাবে কিছুক্ষণ বৃষ্টিহলে সমগ্র শান্তির বাজার শহর জলমগ্ন হয়ে পরবে তাআর বলার অপেক্ষাথাকেনা। বিধায়ক ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে মহকুমা শাসক উনার দলবল নিয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে বেরহয়। বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং মহকুমারশাসকে জানিয়েদেন যাতেকরে লোকজনেরা কোনোপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে নাহয় তারদিকে লক্ষ্য রাখতে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনেরা কোনোপ্রকরা অসুবিধার সম্মুখীন হলে বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করারজন্য বলাহয়। বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং লোকজনের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

রাজ্যে ৩০. ২৯ কোটি টাকার গাঁজা ও হেরোইন বাজেয়াপ্ত করল আসাম রাইফেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। আসাম রাইফেলস ২০২৩-২৪ সালে ত্রিপুরা, আসাম এবং মণিপুর থেকে মোট ৫২.৮৮ কোটি টাকার গাঁজা এবং হেরোইন সহ নিষিদ্ধ সামগ্রী জব্দ করেছে। আসাম রাইফেলসের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গাজা সহ অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্যের পাচার রোধে একাধিক অভিযান করেছে আসাম রাইফেলস। অভিযানগুলিতে সাফল্য এসেছে। ২৩-২৪ সালে মোট ৫২.৮৮৮৮৭ কোটি টাকার গাঁজাসহ অন্যান্য নেশা সামগ্রী আটক করা হয়েছে।
এর মধ্যে ত্রিপুরা থেকে ৩০.২৯ কোটি টাকা মূল্যের ৬২৪৪.৭২ কেজি গাঁজা এবং হিরোইন জব্দ করা হয়েছে। একইভাবে আসাম থেকে ১৮.৪৯ কোটি টাকা মূল্যের ১০২৬.৮০ কেজি এবং মনিপুর থেকে ৪.১০ কোটি টাকা মূল্যের ৪৮৭.০৮৭ কেজি নেশাসামগ্রী আটক করা হয়েছে। অর্থাৎ ত্রিপুরা থেকে সব থেকে বেশি গাঁজা এবং অন্যান্য নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে আসাম রাইফেলস।
এছাড়াও আধিকারিক জানিয়েছেন, আসাম রাইফেলস ''নেশামুক্ত ত্রিপুরা'' গঠনে একাধিক সচেতনতা শিবির এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যার মাধ্যমে নেশার প্রভাব এবং এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যার মাধ্যমে গোটা দেশকে নেশামুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এছাড়াও সমসাময়িক বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করে আসাম রাইফেলস।

প্রবল বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে প্রশাসনিক সাহায্যের আর্জি শান্তিরবাজারের একমৃৎশিল্পীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ আগস্ট: শান্তির বাজার রামকৃষ্ণ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘ অনেক বছর যাবৎ বিভিন্ন দেব দেবীর মুর্তি তৈরি করে কোনো প্রকার দিন কাটাচ্ছে মৃৎশিল্পী গৌতম পাল। হাতেগুনা আর কয়েকমাস পর বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দূর্গোউৎসব অনুষ্ঠীত হতে যাচ্ছে। দূর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে মৃৎশিল্পী অনেকগুলো দুর্গার প্রতিমা তৈরি করছে। এরইমধ্যে প্রবল বর্ষায় শুক্রবার মৃৎশিল্পীর ঘরে বর্ষার জল প্রবেশ করে ক্ষতির সন্মুখিন হয়েছে মৃৎশিল্পী। সারাদিনব্যাপী প্রসাশনিক লোকজনেরা নানান দিক ছুটাছুটি করলেও কেউ মৃৎশিল্পীর খোজখবর নেননি বলে অভিযোগ।
অবশেষে অসহায় হয়ে প্রসাশনিক সহযোগীতা পাবার আশায় প্রসাশনিক আধিকারিকদের দৃষ্টি আকর্ষন করে নিজ সামাজিক মাধ্যমে মনের কষ্টের কথা প্রকাশ করলো মৃৎশিল্পী গৌতম পাল। এখন দেখার বিষয় প্রসাশন মৃতশিল্পীকে কোনোপ্রকার সাহায্যের হাত বারিয়ে দেন কিনা।

সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে গিয়ে

পুলিশের সামনেই দা দিয়ে ডিসিএমকে আক্রমণের অভিযোগ, অভিযুক্ত পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ আগস্ট: আগরতলায় সরকারী জায়গায় ভারতরত্ন ক্লাবের উচ্ছেদের পর এবার কৈলাসহর পুর পরিষদের জায়গা দখলকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিলো প্রশাসন। কৈলাসহর পুর পরিষদ চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে সরকারী জায়গা দখল করে সেখানে বসত ঘর তৈরী করে বসবাস করছিলেন বেশ কিছু পরিবার। বাম আমলে বহুবার তাদের উচ্ছেদ করার জন্য পদক্ষেপ নিলেও ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিতে দখলকারীদের উচ্ছেদ করতে পারেনি প্রশাসন। তবে এবার কঠোর পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। গতকাল দুপুর থেকে প্রশাসনিক আধিকারিক সহ এক ঝাক পুলিশ ও টিএসআর কর্মীদের নিয়ে শুরু হয় সরকারী জায়গা থেকে অবৈধ দখলকারীদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া।
কৈলাসহর মহকুমার তিন ডিসিএম সঞ্জিত কুমার দেববর্মা, বিশ্বজিৎ দাস এবং সোমেশ বণিকের নেতৃত্বে এবং রাজস্ব বিভাগের লোকজন সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে অবৈধ দখলকারী জায়গা উদ্ধারে নামেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। উদ্ধার কার্য শুরু হতেই পুর পরিষদের অবৈধ জায়গা দখলকারীরা প্রতিবাদ করতে শুরু করলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পুর পরিষদের অফিস চত্তর।
সরকারী জায়গা অবৈধ দখলকারীদের মধ্য নির্মল মালাকার সরকারী কাজে বাধা প্রদান করেন। এক সময় ধারালো অস্ত্র নিয়ে ডিসিএম বিশ্বজিৎ দাসকে ভয়ভীতি দেখাতে থাকে নির্মল মালাকার। গোটা ঘটনা পুলিশের সামনে ঘটলেও পুলিশ প্রশাসনের কর্তাবাবুরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলেন ! মুহূর্তের মধ্যে নির্মল মালাকার সেখান থেকে পালিয়ে গেলেও রাত প্রায় ৯টা পর্যন্ত বহু কসরতের পর আধিকারিকরা পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় পুর পরিষদের সরকারী জায়গা অবৈধ ভাবে দকলকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। উক্ত এলাকার উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারনে রাতভর পুলিশ মোতায়েন করে রাখা হয়। সরকারী জায়গার দখল নেওয়া সম্পর্কে তিন ডিসিএম এর কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে উনারা জানান এই বিষয় সম্পর্কে তাদের উর্ধস্থ কর্তৃপক্ষ বিশদ ভাবে জানাবেন। গতকালের এই ঘটনা সম্পর্কে আজ সকাল ১১টা নাগাদ মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার একান্ত এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, গতকাল পুর পরিষদ অফিস চত্তরে কিছু সরকারী যায়গা,যেগুলো বহু দিন ধরে কয়েকটি পরিবার দখল করে রেখেছিলো। আইন মোতাবেক তাদের উচ্ছেদ করতে গেলে সরকারী জায়গার অবৈধ দখলকারীরা বাধা দেয় এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে,এমনকি নির্মল মালাকার নামের এক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দিয়ে ডিসিএম বিশ্বজিৎ দাসের উপর চড়াও হয় এবং তাকে সহযোগিতা করে সুবোধ মালাকার। সরকারী কাজে বাধা এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের ফলে কৈলাসহর থানায় নির্মল মালাকার ও সুবোধ মালাকারের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যার মধ্যে সুবোধ মালাকারকে গ্রেফতার করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। বর্তমানে নির্মল মালাকার পলাতক। পুলিশ তাকে খোঁজছে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ কত দ্রুত নির্মল মালাকারকে আইনের জালে তোলতে পারে।।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উদযাপন করলো অক্ষয় তৃতীয়ার মেগা ড্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। ২রা আগস্ট, ২০২৪ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স আয়োজন করেছিল অক্ষয় তৃতীয়া মেগা ড্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। যা সত্যিই অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের এক শুভ সমাপ্তি বলা যায়।
গত ২২ জুন, ২০২৪ অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবের ভাগ্যবান বিজয়ীদের বাছা হয়েছিল লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে। সেই ৪-জন ভাগ্যবান বিজয়ীদের এই অনুষ্ঠানে মেগা ড্র পুরস্কার ৪টি স্ক্যুটি তুলে দেওয়া হয়। এই বছর, ভাগ্যবান বিজয়ীরা হলেন শ্রী দুলাল ভৌমিক (কুপন # K1737) ,শ্রীমতী সাইমা দেববর্মা (কুপন # I 1191), শ্রী সাগর দেবনাথ (কুপন # I 1775), শ্রীমতী চন্দ্রিমা চক্রবর্তী (কুপন # A1556)।
পুরস্কার হিসেবে লাকি ড্র তে জেতা স্কুটিগুলি তাদের কাছে বিশেষ আনন্দ আর একরাশ খুশি বয়ে নিয়ে এসেছে। প্রত্যেকের কথাতে তাদের আনন্দ ও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উন্নত পরিসেবা ও চমকে ভরা আয়োজনের কথা বার বার উঠে এসেছে।
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা সকল ভাগ্যবান বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানান এবং অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে পাশে থাকার জন্য সমস্ত রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানান।
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আর এক ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, "ভাগ্যবান বিজয়ীদের হাতে স্ক্যুটি গুলি তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। একইসঙ্গে বিজয়ীদের আরো সৌভাগ্য কামনা করছি। ত্রিপুরা এবং কলকাতা জুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক-বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাতে আমরাএই উদ্যোগ নিয়েছি। কারণ, গ্রাহক বন্ধুরা যেভাবে এই উৎসবের এই বিশেষ আয়োজনে সাড়া দিয়েছেন, অংশ নিয়েছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব। একইসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের তরফে আমরা ফের আশ্বস্ত করছি আগামী দিনে ভালো পরিষেবা, গুণগতমান আর ন্যায্য মূল্য হিসেবে গ্রাহক বন্ধুদের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য আমরা সবসময় তাঁদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবো।"
এক আনন্দ ঘন পরিবেশে ভবিষ্যতের আরও উন্নত পারিসেবা দেবার আশ্বাস এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।